ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 March, 2024 ■ আগরতলা ২৭ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৩ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভা ভোটে পশ্চিম আসনে শক্তি পরীক্ষা

আজ মনোনয়নপত্র জমা দেবে বিজেপি ও ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি জোট এবং বিরোধীপক্ষ ইন্ডি জোটের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বুধবার। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই টানাপোড়ন শুরু হয়েছে। একই স্থান এবং প্রায় একই সময়ে এই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উভয় দল। যদিও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও একইদিনে এই মনোনয়নপত্র জমা করার সিদ্ধান্তকে একপ্রকার লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে শক্তি যাচাই করার পরীক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে দুই দলেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হেভিওয়েট নেতৃত্বরা।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রাজ্যে আসছেন হরিয়ানার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নায়ক সিং সাইনি এবং হারিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। এদিকে ইন্ডি জোটের প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা কানাইয়া কুমার। ফলে একপ্রকার নির্বাচনের পূর্বে মনোনয়নপত্র দাখিলের মধ্য দিয়েই কোন জোটের পাল্লা ভারী তা নির্ণয় করা যাবে। এদিকে এই মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুষ্ঠানে দুই দলই জানিয়েছে বিপুল পরিমাণ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে এই মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ অনুষ্ঠিত হবে। ফলে যেহেতু একই দিনে এই মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের শাসক জোট এবং ইণ্ডি জোটের প্রার্থীরা, ফলে কোন দল জনসমর্থনের দিক থেকে কতটুকু এগিয়ে তা অনেকটাই যাচাই করা যাবে।

যদিও একই দিনে প্রায় একই সময়ে দুই দলের দুজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। উভয় দল দাবি করেছে তারা নির্বাচন দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সূচী চূড়ান্ত করেছে।

বুধবার সকাল ১০টায় শাসকদল বিজেপি তাদের লোকসভা এবং বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। বিজেপির এক রাজ্য নেতা জানিয়েছেন সকাল দশটায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে জমায়েত হবে। সেখান থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব এবং রামনগর উপনির্বাচনের প্রার্থী দীপক মজুমদারের মনোনয়নপত্র দাখিলের মিছিল শুরু হবে।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মঙ্গলবার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘগুরু স্বামী স্মরনানন্দ মহারাজ প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন এর বর্তমান সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ আজরাত ০৮.১৪ প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। মহারাজজী ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ষোড়শ সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসেবে আসীন হন। পূজ্যপাদ মহারাজজী গত ০৮ মার্চ ২০২৩ হতে অসুস্থাবস্থায় প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসান্তে রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুরে অবস্থান করছিলেন। চলতি বছরের (২০২৪) ২৯ জানুয়ারি হতে পুনরায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায়, তাঁকে প্রথমে পিয়ারলেস হসপিটাল ও পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান এ ভর্তি করা হয়। ৩রা মার্চ হতে ওঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়।

শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ১৯২৯ সালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আন্দামি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০ বছর বয়সে মুম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন এবং ২২ বছর বয়সে ১৯৫২ সালে মুম্বাই আশ্রমে যোগদান করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম সঙ্ঘগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন। পরমপূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছেই ১৯৫৬ সালে ব্রহ্মচর্য সংস্কার এবং ১৯৬০ সালে সন্ন্যাস সংস্কার লাভ করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজজী মুম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রম, অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী ও কলকাতা), রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, চেন্নাই রামকৃষ্ণ মঠে সেবারত ছিলেন। এছাড়াও তিঁনি কিছুকাল অদ্বৈত আশ্রম হতে প্রকাশিত মাসিক ইংরেজি পত্রিকা "প্রবুদ্ধ ভারত" "র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৩ তে রামকৃষ্ণ মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির সদস্য হন এবং ১৯৯৫ হতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক এবং ১৯৯৭ হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

২০০৭ সাল হতে তিঁনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন"র সহ-সঙ্ঘগুরু তথা সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ হিসেবে অসংখ্য অধ্যাত্ম পিপাসু কে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেছেন।

অভিযোগ চালকের জন্য

অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় মায়ের গর্ভেই মারা গেল শিশু, আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। মদমত্ত অ্যাম্বুলেন্স চালকের জন্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই প্রাণ হারালো এক শিশু। আহত হয়েছেনমোট সাতজন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সোমবার রাত প্রায় বারোটা নাগাদ মেলাঘর হাসপাতাল থেকে জিবিপি হাসপাতালে আসার পথে রাজধানীর এডিনগরস্থিত এলাকায় এসে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মেলাঘর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি। যার ফলে গাড়িতে থাকা দুজন রোগী এবং বাকি পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুজন রোগীর মধ্যে একজন ছিলেন প্রসূতি রোগী। তার নাম লিপিকা সূত্রধর (২১)। এ বিষয়ে তার স্বামী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার মেলাঘর হাসপাতালে তার স্ত্রীকে ভর্তি করিয়েছিলেন। কথা ছিল সেখানেই ডেলিভারি হবে। কিন্তু রাত প্রায় বারোটা নাগাদ মেলাঘর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন সেখানে ডেলিভারি সম্ভব নয় তাই আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে ওই মহিলাকে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী মেলাঘর হাসপাতালের এম্বুলেন্স দিয়েই ওই প্রসূতি মহিলাকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছিল। ড্রপগেইট এলাকায় আসতেই রাস্তায় থাকা ডিভাইডারের উপর গাড়ি উঠিয়ে দেয় অ্যাম্বুলেন্স চালক। যার ফলে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা প্রত্যেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্সে থাকা প্রত্যেকের অভিযোগ অ্যাম্বুলেন্সের চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিল। যার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে হাসপাতালে নিয়ে ডেলিভারি করার পর ডাক্তারেরা জানিয়েছেন ওই প্রসূতি মহিলার শিশু গর্ভেই মারা গেছে। এই খবর জানতেই শোকের ছায়া নেমে আসে হাসপাতাল চত্বরে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ এম্বুলেন্সের চালক মদমত্ত ছিল, সে নেশার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটিকে রাস্তায় থাকা ডিভাইডারের উপর তুলে দেয়। যার ফলেই এই ভয়ানক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে এই মহিলা এখন সংকটজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার এর কঠোর শাস্তি সহ বরখাস্তের দাবি উঠেছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি মথা, আইপিএফটি'র বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি, তিপ্রা মথা এবং আইপিএফটির সাথে সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ আই পি এফটি ও তিপরা মথা দলের দলের অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়করা।

এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের সাথে তিপ্রা মথারও যৌথ সমন্বয় হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন , আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা থেকে দুটি পদ্মফুল উপহার স্বরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে রূপরেখা তৈরা হয়েছে। আগামীদিনে এই রূপরেখার মাধ্যমে একসাথে নির্বাচনে লড়াই করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্তিশালী করে তুলব।

তাঁর কথায়, আগামীকাল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। প্রার্থীর সমর্থনে আগামীকাল রবীন্দ্র ভবন থেকে পথযাত্রা করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হবে।তেমনি ২৮ মার্চ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রার্থীর সমর্থনে আমবাসা থেকে পথযাত্রা করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হবে।

আজ কেজরিওয়ালের মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি. স.)।। ইডির গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি দ্রুত শুনানির আবেদন করলেও আদালত তাঁর সেই আবেদন গ্রাহ্য করেছিল না। তবে বুধবার কেজরিওয়ালের করা মামলার শুনানি হবে দিল্লি হাইকোর্টে।

উল্লেখ্য, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ২১ মার্চ গ্রেফতার করা হয়। ২৮ মার্চ পর্যন্ত তাঁর ইডি হেফাজতের মেয়াদ। কেজরিওয়াল এরপরই দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন। তবে হোলির জন্য আদালত বন্ধ থাকায় এই মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। বুধবার সেই মামলার শুনানি হবে বলে জানতে পারা গেছে। প্রসঙ্গত, দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করার পরই কেজরিওয়ালকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিল ইডি।

ডুম্বুর জলাশয়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৬ মার্চ।। ডম্বুর জলাশয়ে তলিয়ে যাওয়া চতুর্থ মৃতদেহ উদ্ধার। সোমবার গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা চতুর্থ মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে ডম্বুর জলাশয়ে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে চার মৎসজীবী নিখোঁজ। রবিবার সকাল থেকে উদ্ধার কাজে নেমেছে গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হরি দাস(৪৫), প্রদীপ দাস(৪৬), জ্যোতিষ মল্লিক(৫০) এবং সঞ্জিত নন্দী। তাঁদের মধ্যে সঞ্জিত নন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আজ চতুর্থ মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন কর্মীরা।

বামুটিয়ায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে

বিজয় নিশ্চিত করতে কার্যকর্তাদের আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার উন্নয়নে খুবই আন্তরিক। তিনি ত্রিপুরাকে হিরা মডেল উপহার দিয়েছেন। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। সোমবার বামুটিয়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচীতে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন তিনি আগে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় দেশ ও জনগণের কথা ভাবেন। তাই আমাদেরও অবশ্যই জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে যাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তাদের সচেতন করা যায়।

তাঁর কথায়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় নিশ্চিত করতে কার্যকর্তাদের আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। তাছাড়া, আজ বামুটিয়ায় ভোট প্রচারের প্রাক্কালে দোল পূর্ণিমার এই শুভদিনে কচিকাঁচা সহ অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

যোগাযোগ সুদৃঢ় হলে দু'দেশের বাণিজ্য ও পর্যটন ত্বরান্বিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। ২৬ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আগরতলা বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

এদিন সকালে কার্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এরপর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যবৃন্দ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ সহ অন্যান্যরা।

আগরতলার পোলো টাওয়ার্স হোটেলে আজ সন্ধ্যায় আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের অ্যাসিস্টেন্ট হাই কমিশন অফিসের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা তুলে ধরে বলেন, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হলে দুই দেশের বাণিজ্যিক ও পর্যটনের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অ্যাসিস্টেন্ট হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদ, ফার্স্ট সেক্রেটারি মহম্মদ এল আমিন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ, বিচারপতি বি পালিত প্রমুখ। এ উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

এদিকে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বাংলাদেশে সংঘটিত ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যায় নিহত শহীদদের স্মরণে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৫ মার্চ (সোমবার) গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গনে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। ঐ দিন রাত্রি ০৯:০০ ঘটিকায় অফিস প্রাঙ্গণে সহকারী হাই কমিশনের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

রাত্রি ০৯:১০ ঘটিকায় মানব ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত এই গণহত্যা স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং পরবর্তীতে শহিদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে ধর্মনগরে বাম-কংগ্রেসের মিছিল, সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থীর সমর্থনে বাম ও কংগ্রেস যৌথভাবে মিছিল ও সমাবেশ সংঘটিত করেছে। পূর্ব ত্রিপুরা তপশিলি জনজাতি সংরক্ষিত লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া মঞ্চের মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে সোমবার সন্ধ্যায় বাম-কংগ্রেস যৌথ নির্বাচনী প্রচার মিছিল করলো ধর্মনগরে।

মিছিলে ছিলেন প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য পবিত্র কর, ইন্ডিয়া মঞ্চের উত্তর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক অমিতাভ দত্ত, দলের ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক অভিজিৎ দে, সিপিআইএমএল নেতা শ্যামল মোহান্তি, নারী নেত্রী সাথী ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা চয়ন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই নির্বাচনী প্রচার মিছিল ধর্মনগরে সিপিআই(এম) জেলা কার্যালয় থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা কার্যালয়ে গিয়ে মিলিত হয়।

সেখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সামনে বক্তব্য রাখেন জোট প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। দেশে গণতন্ত্র কক্ষন রক্ষার তাগিদেই ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্ডিয়া জোট তথা বামফ্রন্ট সমর্থিত বাম কংগ্রেস প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াঙ কে নিয়ে সোমবার রাতে ধর্মনগরে এক রেলী সংগঠিত হয়।

প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়ান শুধুমাত্র পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা নয় পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ও কংগ্রেস প্রার্থী আসিস কুমার সাহাকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। যাতে রাজ্যের এই দুটি আসন ইন্ডিয়া জুটের প্রার্থীরা জয়ী হয়ে দিল্লিতে গিয়ে কথা বলতে পারে। কেন্দ্রে একটি স্বৈরতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা চলছে বলে বর্ণনা করেন।

দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে, বেকারদের কাজের সংস্থা নেই। কৃষকরা নানা জায়গায় সঠিক মূল্য না পেয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে। যারা বিরোধী দল তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখতে পারছে না গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গেলে তাদেরকে জোরপূর্বক কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন অবস্থায় ভারত বর্ষ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর কড়া নজর রাখছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। সিভিজিআইএল অ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। মডেল আচরণবিধি লঙ্ঘন রেকর্ডিং, রিপোর্টিং এবং সমাধানের জন্য এটি একটি একক অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি গ্রহণ করে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে নাগরিকরা তা অনলাইন-এর মধ্যমে জানাতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের সিভিজিআইএল অ্যাপটি নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনকে চিহ্নিত করার জন্য মানুষের হাতে একটি কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। নাগরিকরা এই অ্যাপের মাধ্যমে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এবং খরচ লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন যে, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের তথ্য কমিশনের নজরে আনার জন্য এই সিভিজিআইএল নাগরিকদের কাছে এক বড় হাতিয়ার। এক্ষেত্রে, অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে কমিশন সাধারণত ব্যবস্থা নেয়। সিভিজিআইএল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারকারীর জন্য একটি সহজ ব্যবস্থা এবং এটি জেলা কন্টোল রুম, রিটার্নিং অফিসার এবং ফ্লাইং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৭০ ■ সংখ্যা ১৬৭ ■ ২৭ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৩ চৈত্র ■ বুধবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

পানীয় জলের ভাণ্ডার নিয়ে শঙ্কা

পানীয় জল মানব জীবনে অপরিহার্য। জল ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জল মানেই পানীয় বলা যায় না। পরিশ্রুত জলই একমাত্র পান করিবার উপযোগী। কিন্তু ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ ও উষ্ণায়নের কবলে পরিয়া পানীয় জল নিয়া সংকটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সংকট দূর করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা সেইসব পদক্ষেপ কিন্তু গৃহীত হইতেছে না। জনসচেতনতাই একমাত্র সংকট মোকাবেলার উপায়। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সারা দেশে পানীয় জলের সংকট দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিভিন্ন রিপোর্টেও তাহার প্রমান মিলেতেছে। পানীয় জলের সংকট মোকাবিলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হইবে। বিশেষ করিয়া পানীয় জলের অপব্যয় বন্ধ করিবার জন্য জনসচেতনতা বাড়াইতে হইবে। সরকার উদ্যোগই এর জন্য যথেষ্ট নয়। জনগণকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হইতে হইবে। অন্যতায় নিজেদের পাপের বোঝা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করিতে হইবে। এক ফেঁটা জলের জন্য হাহাকার করিতে হইবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি জলসংকট দেখা দিবে, এমনটাই আশঙ্কা করিল রাষ্ট্রসংঘ। একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ এখনই বিশুদ্ধ পানীয় জল পান না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা লাগাইয়া বাড়িবে বলিয়াই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। তাহাদের পেশ করা রিপোর্টে দাবি করা হইয়াছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি পানীয় জলের অভাব দেখা যাইবে। তাহার কারণ, বিশুদ্ধ জলের ব্যাপক অপচয় ঘটে এইদেশে।

ঠিক কী পরিসংখ্যান উঠিয়া আসিয়াছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে? সেখানে বলা হইয়াছে, এশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষই বিশুদ্ধ জলের সমস্যায় পড়েন। মূলত চিন, পাকিস্তান ও ভারতেই পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ধীরে ধীরে পানীয় জলের ভাণ্ডার শেষ হইয়া যাইবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই পানীয় জল নিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত দেশ হইবে ভারত।

কেন এমন সমস্যা দেখা দিবে ভারতে? রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে দাবি, ''প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জলের ব্যবহার হয় ভারত-সহ এশিয়ার একাধিক দেশগুলিতে। ব্যবহারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে জলের অপচয়ও ঘটে। এছাড়াও দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মতো একাধিক কারণে জলের ভাণ্ডার দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।''জলের সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়িবে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নেপালের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু আগামী দিনে সীমান্ত সংলগ্ন নদীর জল ব্যবহার ঘিরিয়া নানা দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে বলিয়াও আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

দিল্লির শাস্ত্রী পার্কে ২২ বছরের যুবককে গুলি করে খুন, অভিযুক্তকে চিহ্নিত করল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লির শাস্ত্রী পার্কে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হল ২২ বছর বয়সী এক যুবক। ওই যুবকের বুকে গুলি করা হয়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। মৃত যুবকের নাম - মুস্তাকিম। অভিযুক্ত ইয়াসিনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাত একটা নাগাদ আমাদের ফোন করে জানানো হয়, মুস্তাকিম নামে এক যুবককে গুলি করা হয়েছে এবং সে মারা গিয়েছে। সোহেল নামে একজন তার সঙ্গে ছিল এবং তার বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা মামলা করেছি। অভিযুক্তের নাম ইয়াসিন। আমরা কারণ অনুসন্ধান করছি।'

উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি জয় তিরকে বলেছেন, 'নিহতের নাম ২২ বছর বয়সী মুস্তাকিম। চাঁদনী চকে সেলসম্যানের কাজ করত সে। তার বুকে গুলি লাগে। হাপসাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।'' কী কারণে এই খুন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। সমস্ত দিক থেকে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

মেঘলা আকাশ; ভ্যাপসা গরম উধাও, বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম আবহাওয়া তিলোত্তমায়

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): দোলের সন্ধ্যায় কলকাতায় ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। শিলাবৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়িতে, কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণমুখী বায়ুর সঙ্গে জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। তাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

তবে বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রার বড় কোনও হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং কয়েকটা দিন পর ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি বেশি। রবিবারের চেয়ে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। মঙ্গলবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি এএপি-র, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বর্তমানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হেফাজতে রয়েছেন। আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে ইডি তাঁকে গ্রেফতার করার পর থেকেই উত্তপ্ত রাজধানী। দফায় দফায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদ চলছে। এর মধ্যেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করবেন এএপি-র কর্মী-সমর্থকেরা। প্রশাসনও তৎপর। আপের এই কর্মসূচি ঘিরে উত্তাল হতে পারে দিল্লি। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এএপি-কে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। দিল্লির প্যাটেল চক মেট্রো স্টেশনের বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি

উপকরণ যদি অমৃত না হয়, তাহলে অমৃত কী ? মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ আমরা কোনখানে পাই ? যেখানে আমাদের প্রেম। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ নিয়ে আসে। প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। সংসারে এই প্রেমের আভাস পাই। এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষাকে চিনতে পারি, তখনই আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসে সরিয়ে রেখে বলে উঠতে পারি 'যেনাহং নামৃতা স্যামকিমহং তেন কুর্যাম ? অভীক ঘোষ

শান্তিনিকেতনে বুধবার সকালে উপাসনা গৃহ বা মন্দিরে যে সাপ্তাহিক প্রার্থনা হয়, সেই প্রার্থনার একটি কাঠামো নির্ধারিত থাকে, সেকথা আগে বলেছি। একটি গানে প্রার্থনার সূচনা। প্রথম গানের পর সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ, 'ওঁ পিতানোহসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেহস্তু', তারপর দ্বিতীয় গান। দ্বিতীয় গানের পর রবীন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথের রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন সেদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'আচার্য'। পাঠের পর তৃতীয় এবং শেষ গান। 'আচার্য' যিনি থাকেন, তাঁর আর একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব হল, পাঠ শেষ করতে হয় একটি বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করে। মন্ত্রটি হল, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময় --- আবিরাবীর্ম এধি--- রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় এই মন্ত্রটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন একাধিকবার। 'প্রার্থনা' শিরোনামে ২ পৌষ, ১৩১৫ তারিখে তাঁর অভিভাষণটি আমার খুব প্রিয়। অভিভাষণের প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি, 'উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময়, তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত, তা নয়; এতে তপস্যার কঠোরতা উর্ধগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে--- তার গন্ধ আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।' মন্ত্রটির প্রথম অংশ হল, 'যেনাহং নামৃতা স্যামকিমহং তেন কুর্যাম--- আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যং গৃহত্যাগ করার সময় যখন তাঁর দু'জন পত্নীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা স্বচ্ছন্দে সংসারজীবন কাটাতে পারেন, তখন মৈত্রেয়ী এই কথা বলেছিলেন।

অন্য একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্মসাধনার দু'টি দিক, শক্তির আর রসের। পৃথিবীর সার্থকতা কঠিন শিলাস্তরের নয়, সবুজ ঘাসে। সেই অনুভবের সুর এখানে যেন শুনতে পাই। পুরুষঋষিদের ধ্যানে চিন্তায় লাভ করা জ্ঞানের মধ্যে একটা যেন কাঠিন্য আছে। মৈত্রেয়ীর এই প্রকাশের মধ্যে যে আন্তরিক ব্যাকুলতা, তা নিত্য-অনিত্যের ধ্যানলব্ধ সত্য নয়, মনের মাধুর্যের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'উপনিষদে সমস্ত পুরুষঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি, সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্তস্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে।'

অন্য একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্মসাধনার দু'টি দিক, শক্তির আর রসের। পৃথিবীর সার্থকতা কঠিন শিলাস্তরের নয়, সবুজ ঘাসে। সেই অনুভবের সুর এখানে যেন শুনতে পাই। পুরুষঋষিদের ধ্যানে চিন্তায় লাভ করা জ্ঞানের মধ্যে একটা যেন কাঠিন্য আছে। মৈত্রেয়ীর এই প্রকাশের মধ্যে যে আন্তরিক ব্যাকুলতা, তা নিত্য-অনিত্যের ধ্যানলব্ধ সত্য নয়, মনের মাধুর্যের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তাঁর মনের মধ্যে যেন এক সহজাত কষ্টিপাথর ছিল, যার ওপরে সংসারের সমস্ত উপকরণ একবার ঘষে নিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন, 'আমি যা চাই এ তো তা নয়।'

'সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে, কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাকে পিতা বলে নমস্কার করছে, তার মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে।' রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা শুনেছি। এখানে বলছেন, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ নারী এক হয়ে আছে। আমাদের পুরুষ সারাজীবন পরিশ্রম করে টাকা-খ্যাতি-ক্ষমতার বোঝা এনে আমাদের নারীর কাছে এনে জড়ো করে সুখী হওয়ার জন্য। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী মনে করে এগুলোই বুঝি তার পাওয়ার জিনিস। কিন্তু তার মন তৃপ্ত হয় না, কখনওই বলতে পারে না সব পাওয়া হল। সে ভাবে পাওয়ার পরিমাণটাকে আরও বাড়াতে হবে, কিন্তু সেই আরও-র আর শেষ হয় না। একদিন সে বুঝতে পারবে আসলে সে অমৃতই চায়, আর, এই উপকরণগুলো অমৃত নয়। মৈত্রেয়ী যে অমৃত চেয়েছিলেন, সেটা কী? শরীরের অমরতা তিনি চাননি। আত্মার নিত্যতা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার প্রকাশও এ নয়। তিনি এমন কিছু চেয়েছিলেন, যা পেয়ে মন বলতে পারে, আর কিছু চাই না। এক চাওয়া থেকে আর এক চাওয়া--- ক্রমাগত এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুর মধ্যে আমাকে যেন চলতে না হয়।

উপকরণ যদি অমৃত না হয়, তাহলে অমৃত কী? মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের স্পর্শ আমরা কোনখানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ নিয়ে আসে। প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। সংসারে এই প্রেমের আভাস পাই। এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার জন্য আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষাকে চিনতে পারি, তখনই আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসে সরিয়ে রেখে বলে উঠতে পারি 'যেনাহং নামৃতা স্যামকিমহং তেন কুর্যাম? রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করছেন, এই কথাটি বলেই মৈত্রেয়ী যেন জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন, আর 'তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন--- 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোমামৃতং গময় আবিরাবীর্ম এধি--- রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম। আমরা যথার্থ কী চাই, তার একাগ্র অনুভূতির সহজ প্রকাশ এই বাণীতে। 'হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে; হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে; হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও, তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে।' হে আবিঃ, হে চিরপ্রকাশ, আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। হে রুদ্র, হে ভয়ানক, বিরহরূপে তুমি দুঃসহ, তোমার প্রসন্নসুন্দর প্রেমের মুখ আমাকে দেখাও। তোমার সেই প্রেমের প্রকাশেই আমার পরিত্রাণ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্য বাণীলাভ করেছে।

বাংলা ভাষা কীভাবে শেখাতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ ?

'বালক' পত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ'। এ-লেখায় রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ গম্ভীর ভাষা-শিক্ষকদের মতো ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম-কানুনের থেকে ভাষার দিকে এগিয়ে যাননি, বরং ভাষার থেকে ব্যাকরণের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। একজন ভাষা-শিক্ষকের কাজই তো তাই। সচল উদাহরণ ব্যবহার করে ভাষা শেখাবেন তিনি। বিশ্বজিৎ রায়

বাংলা ভাষা যদি রবীন্দ্রনাথের কাছে শেখা যেত? প্রশ্নটা শুনেই অনেকে বলবেন, বাংলা ভাষা তো আমরা অনেকেই ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের কাছেই শিখেছি। ছেলেবেলার ভাষা-শিক্ষার বই 'সহজ পাঠ' আমাদের বাংলা ভাষার কান তৈরি করে দিয়েছে। কথাটা একশোভাগ সত্য। রবীন্দ্রনাথ ভাষার মাস্টারমশাই হিসেবে একটা কথা বিশ্বাস করতেন--- ভাষা আমরা কান আর চোখ দিয়ে শিখি। ভাষা শিখতে গেলে কান চাই-ই চাই, ভাষার কান তৈরি করে দেওয়াই ভাষা শিক্ষকের প্রথম কাজ। ভাষা-শিক্ষায় কানের গুরুত্ব নিজের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। নিজের জীবনে আদিকবির প্রথম কবিতা হিসেবে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-কে মনে রেখেছিলেন--- বুঝতে অসুবিধে হয় না বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর 'জল পড়ে' (প্রথম ভাগ, তৃতীয় পাঠ), আর 'জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।' (প্রথম ভাগ, অষ্টম পাঠ) রবীন্দ্রস্মৃতিতে অন্য চেহারা নিয়েছে। যে চেহারাই নিক, পড়ুয়া শব্দের কান দিয়ে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন।

'জীবনস্মৃতি'-তে অন্যত্র ছেলেবেলার কবিতা লেখার যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তিনি তাতেও বালক-কবির ধ্বনি চেনার কানটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বালক রবির কবিতায়, আমসত্ত্ব দুধে ফেলে তাতে কলা চটকে যখন মানুষটি খেতে শুরু করলেন তারপর কী হল? সে কবিতার লাইনগুলি তো সবারই চেনা। 'হাপুস হুপুস শব্দ/ চারিদিক নিস্তব্ধ/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' খাদ্যরসিকের খাওয়ার 'হাপুস-হুপুস' শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এই শব্দই চেটেপুটে নিঃশেষে খাওয়ার ছবিটি প্রত্যক্ষ করে তুলছে। আর তাঁর খাওয়া শেষ হলে জেগে উঠছে আরেকটি শব্দ--- সে শব্দ পিঁপড়ের কান্নার। পিঁপড়ের কান্নার শব্দ যেমন-তেমন কবি হলে শুনতে পেতেন না। এখানেই, পিঁপড়ের কান্নার শব্দের উল্লেখে, এই লাইনগুলি যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে। সে শব্দ শোনার জন্য চাই মনের কান। ভালো করে ভাষা শেখার জন্য দু'টি কানই কিন্তু লাগবে--- বাইরের কান, আর মনের কান। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নামের রচনাংশে পরিণত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।' হক কথা। কটমট করে তাকানো এই উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাকানোর তো শব্দ নেই, কিন্তু কেউ যদি রাগ করে তাকায় তাহলে শব্দ শোনা যায়। মনে হয় কটমট করে মানুষটি যাঁকে দেখছেন, তাঁকে চোখ দিয়েই কট-মট শব্দে প্রহার করছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন, 'বাংলাভাষায় সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল।'

'জীবনস্মৃতি'-তে অন্যত্র ছেলেবেলার কবিতা লেখার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি তাতেও বালক-কবির ধ্বনি চেনার কানটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বালক রবির কবিতায়, আমসত্ত্ব দুধে ফেলে তাতে কলা চটকে যখন মানুষটি খেতে শুরু করলেন তারপর কী হল? সে কবিতার লাইনগুলি তো সবারই চেনা। 'হাপুস হুপুস শব্দ/ চারিদিক নিস্তব্ধ/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।' খাদ্যরসিকের খাওয়ার 'হাপুস-হুপুস' শব্দে অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এই শব্দই চেটেপুটে নিঃশেষে খাওয়ার ছবিটি প্রত্যক্ষ করে তুলছে। আর তাঁর খাওয়া শেষ হলে জেগে উঠছে আরেকটি শব্দ--- সে শব্দ পিঁপড়ের কান্নার। পিঁপড়ের কান্নার শব্দ যেমন-তেমন কবি হলে শুনতে পেতেন না। এখানেই, পিঁপড়ের কান্নার শব্দের উল্লেখে, এই লাইনগুলি যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে।

এই যে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কানের গুরুত্ব অপরিসীম, অন্য ভাষার থেকে শ্রুতিগম্যতার সূত্রে যে বাংলা আলাদা, তা কম বয়সের পড়ুয়াদের শেখানো-বোঝানো যায় কী ভাবে? ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলার ১২৯২ সাল। বৈশাখ মাস। ঠাকুরবাড়ির বালকদের জন্য একটি সচিত্র কাগজ প্রকাশিত হল জ্ঞানদানন্দিনীর উদ্যোগে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র এদের লেখাতেই ভরে যাবে সেই 'বালক' নামের পত্র। পরে বোঝা গেল অন্যদেরও হাত লাগাতে হবে কলমে। 'বালক'-এর জন্য সচল-কলম হলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষা শেখানোর নানা আয়োজন এই পত্রে চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর লিখলেন 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' নামের পদ্য। উদ্দেশ্য, বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে একটু অন্যরকম উপায়ে ভাব জমানো। রবীন্দ্রনাথ বর্ণমালার দিকে নয়, 'বালক' পত্রের পাতায় মন দিলেন ধ্বনিমালার দিকে--- বাংলা ভাষার মুখের কথা তাঁর আগ্রহের বিষয়। বাঙালি সংস্কৃত লেখে না--- বাংলা বলে ও লেখে। সেই বাংলা 'বলার' সূত্রে লেখা চাই। তৈরি করতে হবে বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ। 'বালক' পত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা মিলিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ'। এ-লেখায় রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ গম্ভীর ভাষা- শিক্ষকদের মতো ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম-কানুনের থেকে ভাষার দিকে এগিয়ে যাননি, বরং ভাষার থেকে ব্যাকরণের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। একজন ভাষা-শিক্ষকের কাজই তো তাই। সচল উদাহরণ ব্যবহার করে ভাষা শেখাবেন তিনি। ভাষা তো বয়ে বয়ে যায়। লোকের মুখে-মুখে কানে-কানে তার যাত্রা। ভাষা শেখাতে চাইলে ভাষীদের কান আর মুখের উপর ভর করা তাই জরুরি। পাকামাথা বুড়োটে পণ্ডিতেরা অবশ্য তা করেন না। ব্যাকরণ আর অভিধানের অপরিবর্তনীয় শাসনে তাঁরা কান-মুখের ভাষাকে আটকাতে চান। রবীন্দ্রনাথ সেই পণ্ডিতদের দলের লোক নন, তাঁর ভাষা-ভাবনায় কান-মুখের সাহচর্য থাকা চাই।

শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রেও কান-মুখের শরণ নিতেন তিনি। 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা' বইয়ের শুরুতে শিক্ষকদের প্রতি তাঁর নিবেদন, 'ইংরেজি-শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর-পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থর এক একটি অংশ ছাত্রেরা যখন কানে শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবে তখনই সেই অংশ তাহাদিগকে মুখে বলাইবার সময় আসিবে। সেই সময়েই, শিক্ষক যখন ছাত্রকে ঋদ্রদ্বত্র! বলিবেন, তখন ছাত্র জ্জ ঋদ্রদ্বত্র বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিবে। যখন তিনি বলিবেন, Go সে । go বলিয়া চলিয়া যাইবে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপ ভাবেই শিখাইতে হইবে, শিক্ষকগণ ইহা মনে রাখিবেন।' এভাবে শুনে শুনে যে ইংরেজি শেখা উচিত সেকথা তো হাল আমলে প্রায় সকলেই বলেন। এখন ইংরেজি শোনার কতরকম উপায়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা তাঁদেরই আছে যাঁরা মনের আদি-শিশুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভাষা শেখা ও শেখানোর মধ্যে এই আদি-শিশুর বিস্ময় না-থাকলে কি চলে? রবীন্দ্রনাথের ছিল। প্রশ্ন হল আমাদের কি আছে ? আমরা কি মুখের ভাষার কাছে, কানে শোনা ভাষার জগতের কাছে উদাহরণের জন্য হাত পাততে প্রস্তুত? নাকি শিশুর বিস্ময় ভুলে কান-মুখের ভাষাকে পড়াতে চাই কেবলই নির্ভুল ব্যাকরণের শুচি-শুভ্র শিকল? ব্যাকরণের শিকলে ভাষা বাঁচে না--- ভাষার বদলকে মেনে ব্যাকরণের নিয়মের বদল করতে হয়। ভাষার চালু উদাহরণ থেকে বের করে আনতে হয় ব্যাকরণের নিয়ম-নীতি। ছোটো পড়ুয়াদের ভাষা শেখানোর জন্য এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের নীতি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নির্বাচন কমিশন পরিবেশ বান্ধব নির্বাচনে উৎসাহিত দিচ্ছে; একবারই ব্যবহা র্করা হয় এমন প্লাস্টিক দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ

আগরতলা, ২৬ মার্চ ২০২৪: নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন নির্বাচনের কাজে ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী সামগ্রীর জন্য কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেউ এব্যাপারে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ জারি করেছে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ই-বই (ই-বুক) এবং ই-তথ্যপ্রমাণ (ই-ডক্যুমেন্ট) ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে এবং বলেছে যাতে কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই ছাপার কাজ করা হয় এবং বিকল্প পন্থাকে মুদ্রণ সজ্জায় প্রয়োগ করা হয়।

নির্বাচন গ্রহণ পর্ব চলাকালে বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতেও নির্দেশ জারি করা হয়েছ। এ ছাড়াও কমিশন ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী সামগ্রীর জন্য কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনতে বলেছে। কমিশন বলেছে একবারই ব্যবহার করা যায় এমন প্লাষ্টিক দ্রব্য যাতে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করার কথাও বলেছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন চলাকালে পরিবেশ বান্ধব নির্বাচন করতে পৃথক পৃথক সংগ্রহ পাত্র ও যথাযথ দৃশ্যাত্মক প্রচার সজ্জাকে সুনিশ্চিত করতেও বলা হয়েছে।

প্রতিটি বর্জ্য বস্তুর জন্যপৃথক পৃথক আবর্জনা ফেলার পাত্র ব্যবহার করা, পরিবেশ বান্ধব যান-বাহনের ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালে গাড়ির ব্যবহার কম করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচার কর্মের জন্য পুনর্বব্যহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে। নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মী এবং মতদাতাদের যাতে খুব বেশি দূরে যাতায়াত করতে না হয সে জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী স্থানে রাখতে নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছ।

গোপালপুর বন্দর কিনে নিলো আদানি গোষ্ঠী

গোপালপুর, ২৬ মার্চ (হি. স.): বন্দর ব্যবসায় ক্রমেই নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধি করছে আদানি গ্রুপ। দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক পোর্ট অপারেটর কোম্পানি আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড বন্দর ব্যবসায় আরও জোর দিচ্ছে। মঙ্গলবার গৌতম আদানির কোম্পানি কিনে নিল ওড়িশার গোপালপুর বন্দর। এ নিয়ে ভারতের সাতটি সমুদ্র বন্দর হাতে এল আদানিদের হাতে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সাল থেকে বন্দর ব্যবসায় নেমেছে আদানি গোষ্ঠী। ধামরা, কাটুপল্লি, কৃষ্ণপত্তনম, দিঘি, গঙ্গাবরম এবং করাইকাল বন্দরের পর ৩৩৫০ কোটি টাকায় গোপালপুর বন্দর কিনল আদানি গোষ্ঠী। গোপালপুর বন্দরের আগের মালিক গোষ্ঠী শাপুরজি পালনজি মঙ্গলবার তাদের অধীনে থাকা গোপালপুর বন্দর বিক্রির কথা ঘোষণা করে। এদিন গোপালপুর বন্দরের ৫৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব আদানিদের বেচে দেয় শাপুরজি। আরেক অংশীদার ওড়িশা স্টিভেডোর্স লিমিটেডের কাছ থেকেও ৩৯ শতাংশ শেয়ার কিনে নেয় আদানি গোষ্ঠী। সব মিলিয়ে আদানি গোষ্ঠী গোপালপুর বন্দরের ৯৫ শতাংশ মালিকানা কিনে নিয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটি নিয়ে প্রকাশ্যে কোন্দল

পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ মার্চ, (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিম বর্ধমানে তৃণমূলের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল। দলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটি নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

উজ্জ্বলবাবু তাঁর ফেসবুক পেজে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় লেখেন, "তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলে যে পরিবর্তন করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা করা হয়নি। স্পষ্ট করে একটা কথাই বলছি, যদি কোনও রকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তা হলে যিনি যুক্ত এবং যিনি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই দায়বদ্ধ থাকবেন। কুলটিতে দল এই বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেবে না।"

ফেসবুক পোস্টে কারও নাম না করলেও তৃণমূলের অনেকেই মনে করছেন উজ্জ্বল আসলে নিশানা করেছেন সংখ্যালঘু সেলের কুলটি ব্লকের সদ্য মনোনীত সভাপতি নাদিম আখতার ওরফে বাবলুকে। আসানসোল পুরসভার এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। নির্দল প্রার্থী হিসাবে পুর নির্বাচনে জেতা নাদিম করে তৃণমূলে যোগ দিলেন, তা নিয়েও ধন্দ রয়েছে দলের একাংশের মধ্যে।

এই বিষয়ে দলের প্রাক্তন বিধায়কের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন দাসু বলেন, "নাদিম আখতার-সহ কয়েক জনকে নিয়ে কুলটিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নাদিম তৃণমূলে যোগদান করেছেন কি না আমার জানা নেই, আমি রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি।"

একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "পার্টিতে কেউ যোগদান করতে চাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নেন, এটাই পার্টির নিয়ম। এখন যে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, তা কার কথায় হয়েছে, তা আমার জানা নেই। যা হয়েছে তা এখন সবাইকে মেনে নিতে হবে।"

যাঁকে নিয়ে এত অভিযোগ, সেই নাদিম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় যখন তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন, তখন কুলটি এলাকায় দলের কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই করা হয়েছিল। এটা কোন বিষয়ই নয়। আসলে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে, যা আমি হতে দেব না।"

পশ্চিমবঙ্গে ২, দেশে ১৪ কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ, (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বরানগর ও ভগবানগোলার বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হল। মঙ্গলবার এই সঙ্গে দেশের আরও ৩ রাজ্যে ১২ প্রার্থীর নাম দিল্লি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। বরানগর ও ভগবানগোলার প্রার্থী করা হয়েছে যথাক্রমে সজল ঘোষ ও ভাস্কর সরকারকে। বরানগরের বিধায়ক তাপস রায় সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে আসায় আসনটি শূন্য হয়েছিল। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক ইদ্রিস আলি। তাই এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচন হচ্ছে। গুজরাতের বীজাপুর, পোরবন্দর, মনাবদর, খাম্ভাট, বাঘোডিয়া, হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা, লাহুল এবং স্পিটি, সুজনপুর, বরসার, গাগরেট ও কুটলেহার, কর্ণাটকের শোরাপুরের বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীতালিকাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

কবি মহাদেবী ভার্মার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২৬ মার্চ (হি.স.) : কবি মহাদেবী ভার্মাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মঙ্গলবার বিখ্যাত কবি মহাদেবী ভার্মার জন্মবার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী যাদব বলেন, আপনার অমূল্য রচনা সাহিত্যজগতকে সবসময় আলোকিত করবে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে মোহন যাদব মহাদেবী ভার্মাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'আমি মহান সাহিত্য অনুরাগী, বিখ্যাত কবি মহাদেবী ভার্মা জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। সপ্তপর্ণা, নীরজা, পথ কে সাথী, নীলন্ত্রের মতো আপনার অমূল্য রচনা সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য দিলীপের, সমালোচনা সুস্মিতা দেবের

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ। আর দিলীপের কটাক্ষের জন্য তাঁকে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব।

রবিবার দুর্গাপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতাকে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ, তিনি বলেন, ''''দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন গোয়ায় যান, তখন তিনি নিজেকে গোয়ার মেয়ে বলে থাকেন। ত্রিপুরায় গেলে সে বলে, সে ত্রিপুরার মেয়ে। তার আগে তার নিজের বাবাকে চিনতে হবে।'

দিলীপের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুস্মিতা দেব বলেছেন, 'দিলীপ ঘোষ হতাশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যে ধরনের বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তাঁকে আগে নিজের বাবার পরিচয় দিতে হবে - এদেশে কোনও মহিলার বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য আগে কখনও শোনা যায়নি। গত দুদিন ধরে বিজেপির নেতারা তাদের এক মহিলা প্রার্থীর অপমানের বিরুদ্ধে বড়সড় বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু এই দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিজেপি যে ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে তা এদেশের রাজনীতি ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। বাংলায় বিজেপি হতাশ। বিজেপি হেরে যাচ্ছে। বিজেপি যতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করবে, তত বেশি মানুষ তার পাশে থাকবে।

লোকসভা ভোটে পঞ্জাবে একা লড়ার সিদ্ধান্ত বিজেপির

চণ্ডীগড়, ২৬ মার্চ (হি. স.) : আচমকাই পঞ্জাবে লোকসভা ভোটে একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিল গেরুয়া শিবির। বিজেপির পঞ্জাবের রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখর এক ভিডিওয় সেই বার্তা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, পঞ্জাবে বিজেপির সঙ্গে অকালি দলের জোটের কথা চলছিল। তবে দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আগে থেকে কোনও কথা হয়নি। মঙ্গলবার পঞ্জাবের রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর ঘোষণা করেন যে, বিজেপি পঞ্জাবের ১৩টি আসনে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তিনি এও বলেন, "মানুষ ও কর্মীদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে বিজেপি পঞ্জাবে একাই লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। "তিনি জানান, পঞ্জাবে শান্তি ও স্থিতাবস্থাই ভারতের অগ্রগতির একমাত্র উপায় এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের উন্নতির জন্য বিজেপি একাই এখানে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রুদ্রনীল ঘোষের বিজেপি ছাড়া নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ক'দিন ধরে লোকসভার আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে আলোচনা হচ্ছিল অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের নাম নিয়ে। তাঁর নাম ওঠেনি চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকায়। আচমকা ৬০-এর বেশি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে দিলেন বিজেপি নেতা। এর পরেই রুদ্রনীলের দল ছাড়ার জল্পনা তীব্র হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রায় সব আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলেও বিজেপির তরফে নেই রুদ্রনীল ঘোষের নাম। কৃষ্ণনগর, বারাসত, যাদবপুরের মতো লোকসভা আসনে প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম উঠলেও, টিকিট পাননি রুদ্রনীল! শোনা যায়, এর পরেই 'মনখারাপ' হয় রুদ্রনীল ঘোষের। কেউ কেউ দাবি করেন, এতদিন দলের জন্য সর্বস্ব দিয়েও টিকিট 'না পাওয়া' মানতে পারেননি তিনি!

যদিও এই বিষয়ে রুদ্রনীল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "দলের ১০-১১টি গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছি। কিন্তু একাধিক গ্রুপে অ্যাড ছিলাম। যে যেমন পারছিলেন অ্যাড করছিলেন। এত ভিডিও দেখে আর পারছিলাম না। ফোনটা ভরে যাচ্ছিল। সেই সব গ্রুপ থেকেই সরে গেলাম। প্রায় ৭৭টা গ্রুপে অ্যাড ছিলাম আমি।" এই সঙ্গে তাঁর কথায়, "আমি দলের জন্য, দলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি রোজ। কঠিন আসন ভবানীপুরে লড়েছি। আশা তো একটা ছিলই, লোকসভায় যাঁরা টিকিট পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আমিও থাকব, এমন আশা কেন থাকবে না বলুন তো! কিন্তু দল যা ভালো ভেবেছে সেটাই করেছে। আমাকে অন্য দায়িত্ব দেবে হয়তো!" টিকিট না পেয়ে বিজেপি ছাড়ার জল্পনা উড়িয়ে তাঁর দাবি, "দলের জন্য কাজ করছি। অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তাই বলে, এক্ষুণি দল ছেড়ে দেব, এমন সম্ভাবনা নেই। কোনও দিন নতুন কিছু ভাবব কিনা, পরে জানাব।"

তীব্র জলসঙ্কট, জল অপচয়ের জন্য ২২টি পরিবারকে জরিমানা বেঙ্গালুরুতে

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চ (হি. স.): জলসঙ্কটে জেরাবার বেঙ্গালুরু। এই পরিস্থিতিতে জল অপচয়ের দায়ে ২২টি পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করল বেঙ্গালুরু জল সরবরাহ ও নিকাশি বোর্ড।

জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরু শহরে জলের সমস্যা দেখা যাওয়ার কারণে প্রশাসনের তরফে কাবেরী নদীর জল ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই জলসঙ্কটের পরিস্থিতিতে ওই ২২টি পরিবার জল অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করার পর অভিযুক্ত প্রতিটি পরিবারকেই ৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে বোর্ডের তরফে।উল্লেখ্য, মার্চ পড়তে না পড়তেই চরম জল সঙ্কটে ভুগছে বেঙ্গালুরু। সেই কারণেই মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বেঙ্গালুরু ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড পানীয় জল ব্যতীত অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত জল অপচয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কারণেই ওই পরিবারগুলিকে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বেঙ্গালুরু ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ বোর্ড।

আবারও এনডিএ জোট জিতবে, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবেন : এইচ ডি কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচনে এনডিএ জোট জিতবে এবং আবার নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। তিনি মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

তিনি এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, "আজ জেডিএস-বিজেপি জোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জনতা দল সেকুলার এদিন কোর কমিটির বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছে। জেডিএস-বিজেপি জোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে এদিনের বৈঠকে। এবারের নির্বাচনে আমরা মাত্র ৩ জন প্রার্থী দিচ্ছি' বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। তিনি এদিন জোর দিয়ে বলেন যে এবারও নির্বাচনে এনডিএ জোট জিতবে এবং নরেন্দ্র মোদী আবারও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় ফিরে আসবেন।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের সময়সূচী

সিডনি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : এবার অস্ট্রেলিয়ায় গাভাস্কার বর্ডার ট্রফিতে ভারত খেলবে ৫ ম্যাচের সিরিজ। ১৯৯১-৯২ সালের পর এই প্রথমবারের মতো ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হতে চলেছে। দুই দলের মধ্যে গত ৪টি সিরিজে ভারত ৪টিতেই জিতেছে।

টেস্ট সিরিজের সময়সূচী :
১ম টেস্ট : ২২-২৬ নভেম্বর, (পার্থ স্টেডিয়াম, পার্থ)
২য় টেস্ট : ৬-১০ ডিসেম্বর, (অ্যাডিলেড ওভাল, অ্যাডিলেড)
৩য় টেস্ট : ১৪-১৮ ডিসেম্বর, (দ্য গাব্বা, ব্রিসবেন)
৪র্থ টেস্ট: ২৬-৩০ ডিসেম্বর, (মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মেলবোর্ন)
৫ম টেস্ট: ৩-৭ জানুয়ারি, (সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ড, সিডনি)

শশী পাঁজার অনুরোধে ধর্ণা তুললেন শিখ সম্প্রদায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি.স) : সন্দেশখালি যাওয়ার পথে শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মুরলীধর লেনের বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে টানা ৩৬ দিন ধর্ণায় বসেছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের একাংশ। মঙ্গলবার মন্ত্রী শশী পাঁজা ও বিধায়ক বিবেক গুপ্তার অনুরোধে আন্দোলনকারীরা ধর্ণা তুলে নিলেন।

মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ''''বাংলার অপমান বাংলার মা বোনদের অপমান কখনো বরদাস্ত করা হবে না। তৃণমূল কোনো সম্প্রদায়কে খাটো করে না। মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই আন্দোলনের সঙ্গে।'''' পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা মন্ত্রী শশী পাঁজার মন্ত্রী শশী পাজাকে অনুরোধ করেন মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ যদি খারিজ হয় তাহলে শুভেন্দু অধিকারীর ও বিধায়ক পদ খারিজ করা উচিত ধর্মের ভিত্তিতে।

অমরনাথ যাত্রার জন্য স্বাস্থ্য শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু

জম্মু, ২৬ মার্চ (হি. স.): মঙ্গলবার জম্মু ডিভিশনের ১০টি জেলায় পুণ্যার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ শুরু হলো। এর পাশাপাশি বার্ষিক অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল।

জানা গেছে, জম্মু ডিভিশনের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ১১২ জন চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবছর কবে থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হবে সেবিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির হয়নি। তবে সূত্রের খবর, ২৯ জুন অমরনাথ যাত্রা শুরু হতে পারে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই পুণ্যার্থীদের নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ শুরু হবে বলেও জানা গেছে।

সিভিজিল: নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর গভীর নজর রাখছে

আগরতলা, ২৬.০৩.২০২৪(পিআইবি)।। সিভিজিআইএল অ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। মডেল আচরণবিধি লঙ্ঘন রেকর্ডিং, রিপোর্টিং এবং সমাধানের জন্য এটি একটি একক অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি গ্রহণ করে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে নাগরিকরা তা অনলাইন-এর মধ্যমে জানাতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের সিভিজিআইএল অ্যাপটি নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনকে চিহ্নিত করার জন্য মানুষের হাতে একটি কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। নাগরিকরা এই অ্যাপের মাধ্যমে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এবং খরচ লঙ্ঘনের অভিযোগ করতে পারেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন যে, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের তথ্য কমিশনের নজরে আনার জন্য এই সিভিজিআইএল নাগরিকদের কাছে এক বড় হাতিয়ার। এক্ষেত্রে, অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে কমিশন সাধারণত ব্যবস্থা নেয়।

সিভিজিআইএল অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারকারীর জন্য একটি সহজ ব্যবস্থা এবং এটি জেলা কন্টোল রুম, রিটার্নিং অফিসার এবং ফ্লাইং স্কোয়াড টিমের সাথে নাগরিকদেরকে সহজেই সংযুক্ত করতে পারে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করে, রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ভিড় না করেও নাগরিকরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক অসদাচরণের ঘটনা সম্পর্কে মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট করতে পারবেন। সিভিজিল অ্যাপে অভিযোগ পাঠানোর সাথে সাথে অভিযোগকারী একটি অনন্য আইডি পাবেন যার মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের মোবাইলে অভিযোগ খুঁজতে সক্ষম হবেন।

গুরুতর অভিযোগ তুলে বারাসতের বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.) : বারাসত কেন্দ্রে ঘোষিত বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলা হল তৃণমূলের তরফে। অভিযোগ, তিনি ভিনদেশ থেকে ভারতে মাদক পাচারে অভিযুক্ত হয়ে ১০ বছর কারাবাসের শাস্তি পেয়েছিলেন। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই এই ব্যক্তিই সেই অভিযুক্ত স্বপন মজুমদার কি না, প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং দলের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। এক্স হ্যান্ডলে স্বপনের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রিপোর্ট সম্বলিত সংবাদপত্রের একটি কাটিং পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার সময় হলফনামায় স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে মামলার খতিয়ান উল্লেখ করা হয়েছে সেই পোস্টে। তাঁর প্রশ্ন, "ইনিই কি এবার বিজেপির বারাসতের প্রার্থী? যদি হন, তাহলে তিনি মাদককাণ্ডে ঘোষিত অপরাধী। বিজেপি ব্যাখ্যা দিক।" তৃণমূলের আরও দাবি, গেরুয়া শিবির রাজনৈতিক দৈন্যের কারণে প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু একজন মাদক পাচারকারীকে প্রার্থী করে তারা কী বার্তা দিতে চাইছে? এভাবে কি মাদক পাচারকে বৈধতা দিতে চাইছে বিজেপি? তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'দেখুন তো এই হেরোইন পাচারকারী বিজেপি নেতাই ১৭-বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী স্বপন মজুমদার কি না? এ তো রীতিমতো ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগ ডিলার তাহলে! অসম পুলিশ মাদক পাচারের অভিযোগে একে গ্রেফতার করেছিল।"

স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মায়ানমার থেকে মাদক এনে অসম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর-সহ গোটা দেশে তা পাচার করতেন। এই অভিযোগে ২০১৭ সালের মার্চে তাঁকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। গুয়াহাটি-কামরূপ জিআরপি মাদক আইনের ২১/সি ধারায় এফআইআর করে। মামলা নম্বর ১০৫/২০১৭। দায়রা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁর দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। সেসময় প্রকাশিত সংবাদে স্বপন যে বিজেপি নেতা, তাও উল্লেখ করা হয়েছিল। তার পরও ২০২১-এ বিধানসভা ভোটে তাঁকে প্রার্থী করে বিজেপি। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামায় নিজের শাস্তির কথাও স্বপন মজুমদার উল্লেখ করেছিলেন। যেহেতু অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে শাস্তি, সবটাই হয়েছে অসমে, তাই বাংলার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগও বিজেপি তুলতে পারছে না।

মঙ্গলের সকালেই ''চায়ে পে চর্চা''য় চ্যালেঞ্জ দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ২৬ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরে চায়ের আড্ডায় জনসংযোগ সারলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আসন পরিবর্তন নিয়ে প্রথম প্রথম তাঁর গলায় ''অসন্তোষের স্পষ্ট ইঙ্গিত'' ছিল বলেই মনে করেছেন অনেকে। তবে শুরু থেকেই তিনি বলেছেন, পার্টির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। তাই নতুন চ্যালেঞ্জও গ্রহণ সাগ্রহে।

গতবারের জেতা মেদিনীপুর আসন থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুরে আসনে দিলীপ ঘোষকে প্রর্থী করেছে বিজেপি। আসন পরিবর্তনের ফলে অসন্তোষের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেও, নতুন কেন্দ্রেও নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এখনও অবধি বঙ্গ বিজেপির সবচেয়ে সফল সভাপতি। দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ''শক্ত আসন বুঝেই দল তাঁকে প্রার্থী করেছে'', যদিও সেখান থেকেই বিপুল ভোটে জিতবেন বলে আত্মবিশ্বাসী দিলীপ। ''প্রার্থী কম পড়েছে বলেই বিহার থেকে লোক আনতে হয়েছে'', পাল্টা কটাক্ষও ছুড়েছেন প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদের উদ্দেশে।

এদিন সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে একটি বেসরকারি হোটেল থেকে বেরোন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এরপর তিনি শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার, বেঙ্গল অম্বুজা সহ বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটেন। কথা বলেন পথ চলতি মানুষের সঙ্গে। এরপর চতুরঙ্গ মাঠে পৌঁছন তিনি। কথা বলেন মাঠে আসা প্রাতভ্রমণকারীদেরসঙ্গে। কথা দেন তিনি তাঁদের হয়ে কাজ করবেন, লোকসভাতে সওয়াল করবেন, তিনি মাঠে থাকবেন আগামী দিনে। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী, অধুনা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপবাবু, দুর্গাপুরে নিজের হাতে দেওয়াল লিখন করেন। মঙ্গলবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান দুর্গাপুর মেন গেটে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে উড়ালপুলের নিচে। সেখানে চায়ের দোকানে সারেন জনসংযোগ। চা খেতে খেতে এক প্রস্থ আলোচনা সারেন স্থানীয় ও বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে। এরপর ফের হোটেলের ফেরেন তিনি। মঙ্গল থেকেই পুজো দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার শুরু করছেন তিনি।

কেজরিওয়ালের জেল থেকে সরকার চালানো উচিত নয় : বাঁসুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : জেল থেকে কেজরিওয়ালের সরকার চালানো একদমই উচিত নয়, মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বাঁসুরি স্বরাজ। তিনি এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেল থেকে সরকার চালানো দিল্লির জনগণের জন্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি এদিন আরও বলেন, আমি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ওঁর বিবেক কি ঘুমিয়ে আছে ? নৈতিকভাবে আপনার উচিত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করা।

দিল্লি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বাঁসুরি স্বরাজ মঙ্গলবার কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে আরও বলেন, এএপি দল মিথ্যা সহানুভূতি আদায় করতে সাংবাদিক সম্মেলন করছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতিবাজ এবং অসৎ : বীরেন্দ্র সচদেব

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতিবাজ এবং অসৎ, দিল্লির রাজ্য বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব মঙ্গলবার একথা বলেন। এদিন দিল্লিতে বীরেন্দ্র সচদেব সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মানুষকে লুট করেছেন। আজ আমরা তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ে যাচ্ছি। জেল থেকে সরকার চালানো যায় না। আম আদমি পার্টি (এএপি)-র চরিত্রের মতো আদেশগুলিও জাল। সেজন্য আমরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগ দাবি করছি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘনঘন রোগে ভুগছে শিশু ?

শিশুর বয়স ছমাস হলেই একটু একটু করে স্বাভাবিক খাবারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। বাড়ন্ত বাচ্চার দরকার সঠিক পুষ্টি। যা খুব সহজেই পাওয়া যায় দৈনন্দিন খাবার থেকে। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছরেই শরীরের ওজন বাড়ে। বাড়ে বুদ্ধিমত্তা। আবার শরীর ও মননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সতেজ স্নায়ু। মোদ্দা কথা সঠিক খাবার শরীর মন এবং স্নায়ুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির চাবিকাঠি। সঠিকভাবে সুষম খাবারের অভ্যাস গড়ে উঠলে রোগ বালাই শরীরে বাসা বাঁধে না। ওষুধও কম খেতে হয়। আর এমন সন্তান কে না চায়। সঠিক পুষ্টির অভাবে শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। সবচেয়ে বেশি কাবু হয় মস্তিষ্ক। বলা ভালো, স্নায়বিক নানা ত্রুটির কারণ হতে পারে অপুষ্টি।

ভিটামিনের অভাব

অপরিমিত ভিটামিন থেকে বিভিন্ন রকমের স্নায়ুরোগ বাসা বাঁধে। পরিমিত ভিটামিন খাদ্যের মধ্যে না গ্রহণ করলে শিশু অবস্থা থেকেই কিন্তু কিছু স্নায়ুরোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং পরবর্তীকালে সেগুলি চিকিৎসা করলেও সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যে সব ভিটামিনের কারণে স্নায়ুরোগ হয়। সেগুলি হল ভিটামিন — বি ১, বি ৩, বি ৬, বি ৯, বি ১২, ভিটামিন সি, ই, এ, ইত্যাদি। এইসব ভিটামিন অপরিমিত গ্রহণ করার কারণে যে সমস্যাগুলি দেখা যেতে পারে সেগুলি হল স্নায়ু দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, হাঁটাচলা করতে অসুবিধা, রক্তের অসুখ এবং চোখের সমস্যাও হতে পারে।

ভিটামিন বি ১ (থিয়ামাইন) : থিয়ামিন এমন একটি ভিটামিন যেটি আমরা মাছ, মাংস, চাল এবং দানাশস্যের মধ্যে পাই। এই ভিটামিন অপরিমিত থাকলে শিশুমস্তিষ্কের নিউরোন কোষগুলি ঠিক মতো তৈরি হয় না, আবার কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত সেই সব শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হলে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করলে বা খাদ্য হজম না হলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো দেখা যেতে পারে। ভিটামিন বি১ কম থাকার কারণে, খিঁচুনি, চোখের সমস্যা, কোনও কিছু মনে না রাখতে পারা, চলাফেরা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়া মতো সমস্যা দেখা যেতে পারে। ভিটামিন বি১ কম থাকাকে বেরিবেরি রোগ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

নিয়েসিন বি ৩: সাধারণত খাদ্যের মাধ্যমে বি ৩ সরবরাহ হয়, মাছ, মাংস, লেবু ও দানাশস্য থেকে। অপরিমিত গ্রহণ করার কারণে পেল্লাগ্র নামক রোগ হতে পারে। এই রোগের লক্ষণ হলো ঘুম না হওয়া, মানসিক অস্থিরতা, মনে রাখতে না পারা, মাংসপেশির দুর্বলতা।

বি৬ পাইরিডক্সিন: বি৬ কম থাকার কারণে স্নায়ুসমস্যা ছাড়াও দেহের চামড়া, চোখে এবং

প্লীহার সমস্যা হতে পারে। যা থেকে খিঁচুনি, রক্তের সমস্যা, চামড়ার অসুখ প্রকাশ পায়। গর্ভাবস্থায় বি৬ কম থাকলে শিশুর জন্মানোর পর মাথার খিঁচুনি হতে পারে। মাছ, মাংস, বাদাম জাতীয় খাবার কম গ্রহণ করলে এই সমস্যা হয়। এছাড়া অ্যালকোহল বা কোনও ওষুধ যেমন আইসোনিয়াজিড জাতীয় ওষুধ নিলে একই রকম সমস্যা হতে পারে।

বি৯ ফোলেট: ফল, সবুজ সাক সবজি কম গ্রহণ করলে এই ভিটামিনের অভাব হয়। এ থেকে সাধারণত বি১২ ডেফিসিয়েন্সি তে যা সমস্যা হয় তাই হতে পারে। স্নায়ু বিকল, মনে রাখতে না পারা, হাত-পা অবশের মতো বিরল রোগ হতে পারে।

কোবালামিন বি১২: উপরোক্ত সমস্যাগুলি কিন্তু বি১২ ডেফিসিয়েন্সি হলেও হতে পারে।

ভিটামিন এ: অপরিমিত গ্রহণ করলে চোখের সমস্যার সঙ্গে কিছু স্নায়ু সমস্যা হতে পারে, যেমন খিঁচুনি, মাথা ঘোরা, স্মৃতিশক্তির অভাব দেখা দেয়।

ভিটামিন সি: কম গ্রহণ করলে হাত-পা অবশ, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, মাংসপেশি অবশ

হতে পারে। ভিটামিন ই: যার অভাবে স্নায়ু দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, হাত-পা কাঁপা শুরু হয়। এই ভিটামিন ই অনেক সময়ই ক্যানসার, হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিসের মতো রোগের প্রদুর্ভাব কমাতে পারে। কাজেই শিশুর জন্মের সময় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত এই ভিটামিনের অভাব যেন না হয় সেদিকে সকলের খেয়াল রাখা একান্ত কাম্য।

ঠান্ডাই কুলফি, রইল সেরিপি

বসন্ত উতব মানেই তো প্রচুর রং খেলা, পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড় আর জমিয়ে ভূরিভোজ। সকালে রং খেলাতেই দোল উদ্যাপন সীমিত নয়, বিকেলে আবার কারও কারও বাড়িতে বসে বৈঠকি আড্ডার আসর, হয় বন্ধুবান্ধবদের সমাগম। রং খেলা হবে আর মিষ্টিমুখ হবে না, তা আবার হয় নাকি? এই দোলে বানিয়ে ফেলুন ঠান্ডাই কুলফি, রইল রেসিপি।

উপকরণ:

কাঠাবাদাম: ১/২ কাপ
কাজুবাদাম: ১/২ কাপ
পেস্তা: ১/২ কাপ
গোটা গোলমরিচ: ২৫টি
এলাচের দানা: ১০টি
পোস্ত: ২ টেবিল চামচ
মৌরি: ২ টেবিল চামচ
জাফরান: দু'চিমটে
গোলাপের শুকনো পাপড়ি: ৪ টেবিল চামচ
জায়ফল গুঁড়ো: ১ চা চামচ
ঘন দুধ: ২ কাপ
গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো: ৩-৪ টেবিল চামচ
দুধ: ২ লিটার
চিনি: ২৫০ গ্রাম

প্রণালী:

সব রকম শুকনো উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে গুঁড়ো করে নিন। এ বার সেই মশলা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। প্রতি গ্লাস দুধের সঙ্গে এক টেবিল চামচ এই মিশ্রণ ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি ঠান্ডাই শরবত। আর বরফি তৈরির জন্য দু'লিটার দুধ গাঢ় করুন। এ বার সেই দুধে ৩ টেবিল চামচ গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। দুধ আরও গাঢ় হয়ে এলে এক টেবিল চামচ ঠান্ডাইয়ের মিশ্রণ আর স্বাদমতো চিনি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। মিনিট দুয়েক পরে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হলে কুলফি জমানোর পাত্রে রেখে ডিপ ফ্রিজে ভরে ঘণ্টা পাঁচেক রাখুন। ভূরিভোজের শেষ পাতে পরিবেশন করুন ঠান্ডাই কুলফি।

সকালে উঠেই খাবার খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়? কেন এমন হয় জানেন?

রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন অথবা দেরি করে, সকালে উঠে খিদে পাওয়া স্বাভাবিক। সারা রাত পেট খালি হয়ে যায়। তাই সকালে উঠে ভারী খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতকেরা। কিন্তু অনেকেরই আবার সকালের দিকে খিদে পায় না। মাঝেমাঝেই উপোস করে থাকেন। সকালে না খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। সকালে খিদে না পাওয়ার নেপথ্যে কোন কারণগুলি রয়েছে? রাতে বেশি প্রোটিন-যুক্ত খাবার খাওয়া রাতে বেশি প্রোটিন বা ফ্যাট-যুক্ত খাবার খেলে, সকালে খিদে না পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে। গভীর রাতে হালকা কিছু খেলেও এমন হতে পারে। তবে কারণ যাই হোক, সকালের দিকে সব সময় ভারী খাবার খাওয়াই ভাল।

অবসাদ বা উদ্বেগ

রাতে ঘুমের আগে কি কিছুটা উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন? বা কোনও কারণে কি অবসাদে ভুগছেন? তা হল হরমোনের তারতম্যের কারণে আপনার সকালের খিদে কমে গিয়ে থাকতে পারে।

থাইরয়েডের সমস্যা

থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে অনেক সময় সহজে খিদে পায় না। এ ক্ষেত্রেও সকালের খিদে একেবারে কমে যেতে পারে। তাই প্রায় প্রতি দিনই যদি সকালে উঠে খাবার খেতে ইচ্ছা না করে, তাহলে এক বার থাইরয়েড হয়েছে সে বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি।

বয়স বাড়লে

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকালে স্বাভাবিক খিদের মাত্রা কমে যায়। কারণ বয়স বাড়লে হজমশক্তি কমে। তারই প্রভাব পড়ে খিদের উপর। সে ক্ষেত্রে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু না খেয়ে থাকবেন না।

কোন সময়ে স্নান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল সকালে না রাতে

স্নান করার সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এক দল বলেন, সকাল সকাল স্নান সেরে নেওয়াই শরীরের জন্য ভাল। সারা দিনের নানা রকম কাজের মধ্যে একটা তবু একটা কাজ সেরে রাখা। আবার এক দলের মত হল, হাতের সমস্ত কাজ সেরে নিয়ে একবারে শেষে স্নান করা। তা সে যত রাতই হোক। তার পিছনেও যুক্তি আছে। বাড়ির কাজ সেরে বা কাজ থেকে ফিরে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে রাতে ভাল ঘুম হয়।

সারা দিনের ঘাম, ধুলো-ময়লা সাফ করে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যায়। কিন্তু যাঁদের ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে, তাঁদের জন্য কি রাতে স্নান করা আদৌ ভাল? স্নান রাতে করবেন না কি সকালে?

এ বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, কে কোন সময়ে স্নান করবেন, তা একেবারেই তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়। তবে, দু'টি যুক্তিই সঠিক। সকালে স্নান করে দিন শুরু করার যেমন কয়েকটি গুণ রয়েছে। আবার, রাতে বাড়ি ফিরে স্নান করে ঘুমোতে যাওয়ার উপকারও অস্বীকার করা যায় না। গরমকালে সকালে স্নান করলে সাধারণত স্বাভাবিক তাপমাত্রার জলে স্নান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু রাতে আবার ঈষদুষ্ণ জল না হলে চলবে না। শরীরের ব্যথা-বেদনা, মনের ক্লান্তি দূর করতে রাতে গরম জলে স্নান করার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

এ বার যদি পরিচ্ছন্নতার কথাই বলতে হয়, তা হলে বলতেই হবে রাতে স্নান করা ভাল। কারণ, বাইরে ঘোরাঘুরি করার ফলে গায়ে সারা দিন যে ঘাম, ধুলো-ময়লা, ব্যাক্টেরিয়া জমে, তা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায় স্নান করলে। সারা রাত শরীরে জমে ত্বকে সংক্রমণের সুযোগ কমে। তবে, যাঁদের শারীরিক কোনও সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য খুব সকাল বা অনেক রাতে স্নান করতে সাধারণত বারণই করা হয়। কারণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হলে সে ক্ষেত্রে চট করে বিপদে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

রঙিন খাবার খেলেই মেদ ঝরবে দ্রুত

জীবনের মতো ডায়েটেও কিন্তু রঙের ছোঁয়া জরুরি। রোজ নিয়ম করে সবুজ শাকসব্জির পাশাপাশি রামধনুর বাকি রংগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, রঙিন ফল, শাকসব্জিতে থাকে ভিটামিন ও খনিজের নানা গুণ। রঙিন ফল ও সব্জি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা অনেকেই "রেনবো ডায়েট" মেনে চলার পরামর্শ দেন।

অর্থাতকমলা, বেগনি, লাল, হলুদ, সবুজ ফল-সব্জি ডায়েটে বেশি করে রাখতে বলেন ডায়েটে।

ডায়েটে রঙিন শাকসব্জি ও ফল বেশি করে রাখলে শরীরে ফাইবার ঢোকে, ফলে পেট অনেক ক্ষণ ভর্তি থাকে। অন্য কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও কমে যায়। শাকসব্জি ও ফলে ক্যালোরির মাত্রাও কম থাকে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে চেহারা পেতে প্লেটে বেশি করে রঙিন সব্জি রাখুন, পরিমাণ মতো প্রোটিন রাখুন। পাশাপাশি, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের মাত্রা কমিয়ে আনুন। খাবার সময় থালায় এই ছোট বদল আনলেই কিন্তু শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না, ওজনও কমবে। আলাদা আলাদা রঙের ফল ও সব্জির স্বাস্থ্যগুণও আলাদা। জেনে নিন, কী কী বেশি করে রাখবেন ডায়েটে?

বেগনি, নীল, আকাশি: ব্ল্যাকবেরি, ব্লুবেরি, কালো জাম, বেগুন, বেগনি বাঁধাকপি ইত্যাদি ঘুরিয়েফিরিয়ে রোজের ডায়েটে রাখতে পারেন। নীল রঙে থাকা বিশেষ উপাদান লিভারের সমস্যা, রক্তচাপ কমায়, বার্ধক্য দূরে সরায়। আবার হৃদ্যন্ত্রের রোগ কমাতে, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে।

সবুজ: সবুজ শাকসব্জির মধ্যে পালংশাক সবচেয়ে উপকারী। এ ছাড়া শসা, কড়াইশুঁটি, লেটুস, বাঁধাকপি, অন্যান্য শাক, কিউয়ি, সবুজ আঙুর ডায়েটে বেশি করে রাখতে পারেন। সবুজ শাকশব্জিতে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে, হৃদ্যন্ত্র সবল রাখতে সবুজ শাকসব্জির তুলনা নেই। তবে খুব বেশি রান্না করে ফেললে আবার এগুলির পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই হালকা সেদ্ধ করে বা কাঁচা খেলেই বেশি উপকার পাবেন।

হলুদ: মুসাম্বি লেবু, ভুট্টা, আনারস, হলুদ বেলপেপারে থাকা ক্যারোটিনয়েড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এ ছাড়া, ত্বক ভাল রাখতে, ক্যানসার ঠেকিয়ে রাখতেও হলুদ সব্জি খাওয়া জরুরি।

কমলা: শীতকালে বাজারে গেলেই কমলা ফল ও সব্জির দেখা মেলে। কমলালেবু, গাজর, কুমড়ো, পিচ... আরও কত কী!

শ্রীকুমার দত্তে'র দুটি কবিতা

আগুন

চারিপাশে জ্বলছে শুধু আগুন আর আগুন
লোভের আগুন, লালসার আগুন, ঈর্ষার আগুন
প্রতিহিংসার দাবানলে জতুগৃহ আজ
মাথা গোঁজার জীর্ণ ছাউনিটুকু
কে নেভাবে এই আগুন ?
মনুষ্যত্বের নদীটা যে গিয়েছে শুকিয়ে
বিচার-গান্ধারী কানেও গুঁজেছে তুলো
সবুজ, লাল, গেরুয়া সুতোয় বাঁধা
খাকীরা নাচে পুতুল-নাচ
শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে
জড়িয়ে ধরে মাকে অর্ধ-উলঙ্গ অবুঝ ছেলেটা কেঁদে বলে -
"মাগো খিদে পেয়েছে, খেতি দে"।
রাত নামলেই ঘুর ঘুর করে হিংস্র হায়েনার দল
কুৎসিত চোখে ওদের জ্বলে কামনার আগুন
সেই আগুনে ঝাঁপ দিলেই কি নিভবে
পেটের ক্ষুধার আগুন ?

ব্যার্থ প্রেমের কোলাজ

বিস্মৃতির ধুলো ঝাড়তে গিয়ে পেলাম খুঁজে
ছড়ানো ছিটোনো কিছু এলোমেলো কথা
অক্সফোর্ড নোটবুকে আমার লেখা
প্রথম প্রেমের কবিতা -
অবুঝ মনের অকাল প্রেমের বোধন
তোমার মায়ের হাতের ওভালটিন
তারপর একান্তে গ্রীষ্মের কিছু নিরিবিলি দুপুর ,
কিছু বৃষ্টি ভেজা বিকেল আর কিছু হিমেল সন্ধ্যে
আলো - আঁধারি চিত্রকথায়
অজানাকে জানার তোমার অদম্য ইচ্ছে
আর তোমার হাতে আমার অস্ত্র সমর্পন।
কিন্তু আমার দাঁড়ে ছিল না সোনার শিকল
তাই তোমার ডানা মেলে দেয়া সোনার খাঁচার হাতছানিতে
ভূমধ্য সাগরের ওপারে নিঃশব্দে , নীরবে
রইলো পিছনে পড়ে কিছু চিঠি ,
একজোড়া কাফ- লিংক, একগুচ্ছ মিথ্যে অঙ্গীকার
সঙ্গে তোমার একটা দুর্বোধ্য হেয়ালি -
আমাকে ভালোবেসে কোনোদিন সুখী হবে না।
তারপর জীবনটা শুধুই গদ্যময় , তাই
শেষের কবিতাটা হলো না আর লেখা।

শৈশবের চিরকুটে

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্মিত বহুতল প্রতিরাতে ধ্বসে পড়ে
নিশাচর পাখির ডানার শব্দে
নদী কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে ঝোলা বারান্দায়
বিমুগ্ধ যাদুমন্ত্রে
কবরে পড়ে থাকা হাড়ে কৃষ্ণের আড়বাঁশি
বেজে ওঠে পীরের দরগায়

মধ্যভূমি নিঃছিদ্র নিরাপত্তা ভেঙে উর্দিপড়া
রক্তরস কড়া নাড়ে
জলের ঘুরপাকে তলিয়ে গিয়ে উঠে পড়ে
কৃতঋণ অক্ষর
নির্দিষ্ট গতিপথ হারিয়ে যায় অরণ্যের
ভেতর
সমকামী মানুষের গভীর অনুচ্ছেদ ঘটে
গোপন দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশব্দে অভিযোজন পাতা ও মূলে
মিথেন গ্যাসে
ভৌতিক কাহিনি
আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ফেলে আসা
শৈশবের চিরকুটে!

নারকেল তেলেই দূর হবে খুশকি

লজ্জায় কালো রঙের পোশাক পরতে পারছেন না। কারণ, কাঁধের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে খুশকি! রোজ শ্যাম্পু করেও, মাথা থেকে কিছুতেই দূর করা যাচ্ছে না খুশকি। উলটে চুল পড়ছে মুঠো মুঠো। এ অবস্থায় কী করবেন? পার্লারে গিয়ে মোটা টাকার ট্রিটমেন্ট করার আগে বাড়িতেই খুব সহজে দূর করতে পারেন খুশকি। কীভাবে?

একটি পাত্রে নারকেল তেল নিয়ে তার মধ্যে কারি পাতা দিয়ে ফোটাতে থাকুন। পাতাগুলি যেন ভাল করে পুড়ে তেলের সঙ্গে মিশে যায়। তার পর এই মিশ্রণ ভাল করে ছেঁকে নিয়ে চুলের গোড়ায় ভাল করে মালিশ করুন। আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা রাখুন। শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার এই মিশ্রণ মাথায় লাগান। দেখবেন চুল তাড়াতাড়ি বাড়বে।

কয়েকটি কারি পাতা বেটে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। সেই মিশ্রণের মধ্যে টক দই মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মাথার তালুতে লাগিয়ে নিয়ে হালকা হাতে ম্যাসাজ করুন। ২০ থেকে ২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে এক দিন কারি পাতার মাস্ক লাগালে চুলের ঘনত্ব বাড়বে।

নারকেল তেলে তাজা লেবুর রস মেশান এবং ধোয়ার আগে এই মিশ্রণ দিয়ে আপনার মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এটি খুশকি দূর করবে এবং মাথার ত্বক ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজ করবে।

আপনার সাধারণ শ্যাম্পুতে আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে সপ্তাহে একবার চুল ধুয়ে নিন।

খুশকি হলে মাথার ত্বকে অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক। সারাক্ষণ মাথা চুলকানোর প্রবণতাও থাকে। কিন্তু নখ দিয়ে মাথা চুলকালে খুশকির সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলও ঝরে পড়তে পারে।

চুলের গোড়ায় মেথি পেস্ট লাগান ভালভাবে। ২০ মিনিট রেখে দিন। ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন না। এতে শুধু খুশকিই দূর হবে না, চুলপড়াও কমবে অনেকটা।

রোজের খাবারে একটি সব্জি রাখলেই উপকার হবে শরীরের

বিশেষণ হিসাবে কাউকে "ঢ্যাঁড়শ" বললে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মোটেই খুশি হন না। উল্টে কেউ কেউ রেগেও যান। তবে ঢ্যাঁড়শকে এমন হেলাফেলা করার কোনও কারণ নেই, এই সব্জির গুণ অনেক। অদ্ভুত শোনালেও, অনেক পুষ্টিবিদের মতে, ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য এই সব্জিটি কিন্তু ভাল দাওয়াই হতে পারে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে এমনিতেই ডায়াবিটিস রোগীদের চিন্তার শেষ নেই। কী খাওয়া যাবে আর কী খাওয়া যাবে না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয় সব সময়ই। তাই হাতের কাছেই যদি এমন সমাধান মেলে, তবে ছাড়া চলবে না কোনও মতেই।

কী ভাবে খাবেন? ৪-৫টি ঢ্যাঁড়শ ভাল করে ধুয়ে নিন। প্রান্তগুলি কেটে বাদ দিয়ে দিন প্রথমে। এর পর ছুরির সাহায্যে লম্বালম্বি ভাবে চিরে ফেলুন এক একটি ঢ্যাঁড়শ। একটি কাচের বয়ামে জল ভরে ঢ্যাঁড়শের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। সারা রাত এই ভাবে ভিজিয়ে রাখুন ঢ্যাঁড়শগুলি। সকালে জলটি ভাল করে ছেঁকে নিন। নিয়মিত এই পানীয়ে চুমুক দিলেই শরীর থাকবে চাঙ্গা।

ঢ্যাঁড়শে ফাইবার, ভিটামিন বি৬ এবং ফোলেটে ভরপুর মাত্রায় থাকে। ভিটামিন বি ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে রাখে হোমোসিস্টেইনের মাত্রা। এই উপাদানটি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ঢ্যাঁড়শে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় দুই ধরনের ফাইবারই থাকে। ফাইবার পাচনের প্রক্রিয়ার গতিবেগ কমায়। ফলে খাবার খাওয়ার পর ধীরে ধীরে বাড়ে রক্তের শর্করার পরিমাণ। আর এই সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ঢ্যাঁড়শের ক্যালোরির মাত্রাও বেশ কম। এ ছাড়া ঢ্যাঁড়শে থাকা অ্যান্টি অক্সিডান্ট, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়ামের মতো উপাদানগুলি শরীরের প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। বসন্তকালে রোগবালাই ঠেকাতে নিয়মিত এই সব্জি খাওয়া যেতে পারে। ফাইবার বেশি মাত্রায় থাকার কারণে এই সব্জি খেলে পেটও পরিষ্কার হয়।

কোটি টাকা ছাড়া তৃণমূলের স্ট্যাটাস হয় না! মন্ত্রী চন্দ্রনাথকে কটাক্ষ দিলীপের

দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ (হি.স.): সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনার বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তল্লাশি চালিয়ে ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। এছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি। মঙ্গলবার দুর্গাপুরে প্রচারে বেরিয়ে চন্দ্রনাথ সিনহাকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, ""এই মন্ত্রীর কোন স্ট্যাটাস নেই ৪১ লক্ষ টাকা কোন টাকা হল কোটি কোটি টাকা না হলে টিএমসির নেতার মন্ত্রীর কোনো স্ট্যাটাস নয়।""এদিন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা পরেই চেনা ছন্দে জনসংযোগে নামেন দিলীপ ঘোষ। সিটি সেন্টারে হোটেল থেকে বেরিয়ে চতুরঙ্গ মাঠে প্রাতঃভ্রমণে যান এবং সেখান থেকে সিটি সেন্টার এলাকা ঘুরে ফের চতুরঙ্গ মাঠে এসে প্রাতঃভ্রমণকারীদের সাথে কথা বলেন। এরপরে স্থানীয় কাশীরাম বস্তি এলাকায় একটি দেওয়াল লিখন করেন। তারপর মেন গেট এলাকায় চা যে পে চর্চায় যোগ দেয় দিলীপ ঘোষ। সকাল থেকে দিলীপ ঘোষ কে দেখতে সর্বত্রই ভিড় জমে সাধারন মানুষ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ""সারা পশ্চিমবাংলায় কে কি করেছে তার রেকর্ড আছে আমাদের কাছে। যদি শুধরে না যায় তাহলে আমরা শুধরে দেবো। তাদের বাড়িতে বসে ইলেকশন টিভিতে দেখতে হবে। পুলিশ অফিসাররা তাদের ডিউটি পালন করুক।""কীর্তি আজাদ নিয়ে এদিন কড়া মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ""কীর্তি আজাদ কিছুই জানেন না,উনি ভোটে লড়তে এসেছেন। যে দিদির হাত ধরে তিনি এসেছেন সেই দিদির পা ঠিক নেই। তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি কিছুই জানতে পারবেন না। দিদি গোয়াতে গিয়ে বলে গোয়ার মেয়ে। বাংলায় বলে বাংলার মেয়ে। উনি নিজের বাবাকে তো ঠিক করুক।""

বাঁকুড়ার রেস্তোঁরায় আগুনে চাঞ্চল্য

বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): মঙ্গলবার সাত সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বাঁকুড়া শহরে। বড়বাজার সুভাষ রোড এলাকায় একটি বন্ধ স্ন্যাকসের দোকানের থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। বাসিন্দারাই দোকানের মালিককে খবর দেন। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে দোকানের শাটার খুলতেই কালো কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দপ করে জ্বলে উঠে আগুন। খাবারের দোকান হওয়ায় ভিতরে মজুত করা ছিল একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার। ফলে ঘটতে পারতো চরম দুর্ঘটনা। তবে স্থানীয়দের তৎপরতা ও দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এলাকার মানুষ।

দোকান মালিক জানান, গতকাল থেকে দোকানে বিদ্যুৎ ছিল না। অফিসে অভিযোগ জানিয়েছিলাম, আজ সকালে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা কাজ করতে এসে ওই কালো ধোঁয়া দেখতে পান। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে কী হল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ব্যস্ত বাজারের মধ্যে খাবারের দোকান করা এবং তার মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখার ঘটনায় এলাকার অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যাবতীয় লাইসেন্স নিয়ে এই দোকান চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন কেউ কেউ।

আর্জেন্টিনায় ডি মারিয়াকে হত্যার হুমকি!

রোসারিও, ২৬ মার্চ (হি.স.): আর্জেন্টিনার রোসারিও শহরের খ্যাতি কম নয়। কারণ এই শহর থেকেই কাতার বিশ্বকাপ জয়ী দুই ফুটবলার লিওনেল মেসি ও এঞ্জেল ডি মারিয়া উঠে এসেছেন। আবার রোসারিও শহরের কুখ্যাতিও কম নয়। কুখ্যাতির কারণটা হচ্ছে মাদক। এবার নিজের শহর রোসারিও থেকেই প্রাণনাশের হুমকি পেলেন ডি মারিয়া। অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়েছে, ডি মারিয়া রোসারিওতে ফিরলে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হবে।

উল্লেখ্য, হুমকি সংবলিত কাগজ ছুড়ে ফেলে যায় অজ্ঞাত কয়েকজন মানুষ। তাতে লেখা আছে, প্রাদেশিক গভর্নর ম্যাক্সিমিলিয়ানো পুয়ারোও ডি মারিয়া ও তার পরিবারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

বর্তমানে বেনফিকায় খেলছেন ডি মারিয়া। তবে গত সপ্তাহে তিনি জানিয়েছিলেন, শৈশবের ক্লাব রোসারিও সেন্ট্রালে খেলেই ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান তিনি। সেই ঘোষণার পরেই হুমকি পেলেন ডি মারিয়া।

আত্মঘাতী হামলায় পাকিস্তানে নিহত ৫ চিনা নাগরিক

ইসলামাবাদ, ২৬ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার শাংলার বিশাম তহসিলে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত ৫ চিনা নাগরিক সহ মোট ৬ জন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। পাক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিশাম তহসিলে চিনা নাগরিকদের কনভয়ে হামলা চালানো হয়েছে। উদ্ধারকারীরা জানান, বিস্ফোরণের পর চিনা নাগরিকদের গাড়িটি খাদে পড়ে যায়, সেটিতে আগুন ধরে যায়। পরে উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। পাক পুলিশের আঞ্চলিক প্রধান মহম্মদ আলি বলেছেন, 'ইসলামাবাদ থেকে দাসুতে ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তাঁদের গাড়িতে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। এতে পাঁচ চিনা ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁদের পাকিস্তানি ড্রাইভার নিহত হয়েছেন।' ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি হামলার নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তিনি চিনা নাগরিকদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

দার্জিলিংয়ে প্রার্থী ঘোষণা বিলম্বে ক্ষোভ কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাংয়ের

দার্জিলিং, ২৬ মার্চ, (হি.স.): দার্জিলিং লোকসভায় প্রার্থী ঘোষণা বিলম্ব করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলের এমন অবস্থানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পাহাড়ের কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং।

মঙ্গলবার বিবৃতি প্রকাশ করে এআইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। বিনয়ের দাবি, এ ক্ষেত্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করে পাহাড়ে তৈরি হওয়া কংগ্রেসের সম্ভাবনাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে দার্জিলিংয়ে। ২৬ এপ্রিল রায়গঞ্জ, বালুরঘাটের সঙ্গে ভোট হবে দার্জিলিং লোকসভায়। সেই সমস্ত কেন্দ্রে ইতিমধ্যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে তৃণমূল। বাংলার শাসকদলের তরফে দার্জিলিং কেন্দ্রে লড়াই করবেন গোপাল লামা। রবিবার রাতেই বিদায়ী সাংসদ রাজু বিস্তাকে ফের দার্জিলিং আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপিও। এখনও ওই আসনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারেনি জোট।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা নিয়ে আপত্তি তুলল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এবার তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে আপত্তি তুলল কংগ্রেস।

একটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই অভিজিতের প্রার্থিপদ বাতিলের দাবি তুলেছে তারা। বিচারপতির পদ ছেড়ে বিজেপি-তে যোগদানের সিদ্ধান্তের পরই ওই চ্যানেলে মুখোমুখি হন অভিজিৎবাবু। প্রশ্নোত্তর পর্বে মহাত্মা গান্ধী না নাথুরাম গডসে, কাকে বেছে নেবেন, জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। এর প্রেক্ষিতে অভিজিৎবাবু জানান, এই প্রশ্নের উত্তর এখনই দিতে পারবেন না তিনি। ভাবতে হবে তাঁকে।

গান্ধী না গডসে, কেন দু'জনের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিতে পারবেন না জানতে চাইলে অভিজিৎবাবু জানান, আইনের পেশায় যুক্ত থাকার দরুণ কাহিনির অন্য দিকটিও বোঝার চেষ্টা করতে হবে আমাকে। ওঁর (নাথুরাম গডসের) লেখালেখিও পড়তে হবে তাঁকে। বুঝতে হবে, কী কারণে গান্ধীকে খুন করতে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে। যত ক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে বেছে নিতে পারবেন না তিনি।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোমবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "শুধু করুণই নয়, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, যিনি প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদধন্য হয়ে বিজেপি-র প্রার্থী হতে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন, তিনি গান্ধী এবং গডসের মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিতে পারছেন না। এটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর উত্তরাধিকার কব্জা করার কোনও সুযোগই হাতছাড়া করে না, অবিলম্বে ওঁর প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করা উচিত তাঁদের"।

সরাসরি নাম না করলেও, অভিজিৎবাবুকে প্রার্থী করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও নিশানা করেন তিনি। নির্বাচনী বন্ড ঘিরে বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে জয়রামবাবু লেখেন, "জাতির জনককে রক্ষা করতে চাঁদার জনক কী করবেন"?

দেওয়ালে শতাব্দী রায়ের নামের উপর একের পর এক গোবরের প্রলেপ

বীরভূম, ২৬ মার্চ (হি.স.): বিদায়ী সাংসদ তথা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের দেওয়াল লিখনে গোবর লেপে দেওয়ার অভিযোগ। একের পর এক দেওয়ালে শতাব্দী রায়ের নামের উপর কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে গোবরের প্রলেপ লেপে দিয়েছে। আর এই নিয়েই হইচই বীরভূমের সাঁইথিয়া ব্লকের হাতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৃদু উত্তেজনার বাতাবরণ তৈরি হয় হাতোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় মাটিয়াড়া গ্রামে। ভোট গরম বাংলায় এই গোবর লেপে দেওয়ার ঘটনায় ফের শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির লোকজনই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলেরই 'বিক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীর দিকে দায় ঠেলেছে বিজেপি শিবির। বিদায়ী সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে গোবর লেপে দেওয়ার ঘটনা পুরোটাই শাসক শিবিরের গোষ্ঠীকোন্দল বলেই দাবি বিজেপির।

"বসুধৈব কুটুম্বকম"-এ বিশ্বাসী সনাতন ধর্ম : যোগী আদিত্যনাথ

গোরক্ষপুর, ২৬ মার্চ (হি.স.): রঙের উৎসব হোলিতে মেতে উঠলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার সকালে গোরক্ষনাথ মন্দিরে হোলি উৎসব উদযাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি নিজে রঙ মাখেন এবং অন্যদের রঙ মাখিয়ে দেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, 'বিগত বেশ কিছু দিন ধরে দেশজুড়ে সনাতন ধর্মের অনুসারীরা হোলির মতো উৎসবের মধ্য দিয়ে নিজেদের এক হাজার বছরের ঐতিহ্যকে আনন্দ ও উদ্দীপনার নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। তারা নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আমরা এই শোভা যাত্রার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার বার্তা ছড়িয়ে দিই, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সনাতন ধর্ম আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সংযুক্ত করে... সনাতন ধর্ম "বসুধৈব কুটুম্বকম"-এ বিশ্বাস করে।'

শুষ্ক আবহাওয়া দিন-রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.): রবিবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। দিনে ও রাতের তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে যা ১ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৪৫ থেকে ৯১ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় তাপমাত্রা ২৫ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

তবে সোমবার থেকে ফের আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। মঙ্গলবার বৃষ্টি বাড়বে। সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

নেটদুনিয়ার রোষানলে মিচেল স্টার্ক

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): ইডেনে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে কলকাতা জিতলেও সবচেয়ে বেশি কটাক্ষের সম্মুখীন হয়েছেন নাইটদের তারকা মিচেল স্টার্ক-ই। এই অস্ট্রেলীয় পেসারের পিছনে কলকাতা এবার ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। বিশাল প্রাইস ট্যাগের বোঝায় যেন তিনি চাপা পড়লেন। এত দামি ক্রিকেটারের পরিসংখ্যানটা কেমন দেখুন? ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৩ রান দিয়ে ১ উইকেটও পাননি। নেট নাগরিকেদের প্রশ্ন, কেন এত টাকা খরচ করল কলকাতা। নেট নাগরিকেদের অনেকেই কটাক্ষ করে বলছেন 'ওহে মিচেল স্টার্ক, আইপিএলে স্বাগতম'। অনেকে বলছেন, স্টার্ক মনে হয় বোলিংটাই ভুলে গিয়েছিলেন। হতাশা এখন ঝরে পড়ছে নাইট ভক্তদের। এই হতাশা থেকে অনেকেই হাত জোড় করে শাহরুখ খানের কাছে অনুরোধ করছেন, আগামী ম্যাচ গুলোতে আর যেন স্টার্ককে না খেলানো হয়। আসলে কলকাতার প্রথম ম্যাচেই মিচেল স্টার্ককে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছে নাইট ভক্তদের।

ঝাড়খণ্ডে বুনো শুয়োরের হামলায় মৃত এক, আহত ৬

রাঁচি, ২৬ মার্চ (হি. স.): ঝাড়খণ্ডের পিথরায় বুনো শুয়োরের হামলায় মৃত্যু হলো একজনের, আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। জানা গেছে, রাঁচি থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে পিথরা পঞ্চায়েতে হোলি উপলক্ষে গ্রামবাসীরা উৎসবে মেতেছিলেন। সেইসময় বুনো শুয়োরের একটি দল গ্রামে ঢুকে পড়ে। শুয়োরের দলটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন গ্রামবাসীরা। তখনই গ্রামবাসীদের কয়েকজনের উপর হামলা চালায় শুয়োরের দলটি। এই হামলায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক গ্রামবাসীর। আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। বুনো শুয়োর এলাকায় ঢুকে পড়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু শুয়োর হামলায় মৃত্যু হয়েছে, এরকম ঘটনা এই প্রথম।

উল্লেখ্য, ওই এলাকা পাহাড়ি জঙ্গল লাগোয়া। হওয়ায় মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণীরা গ্রামগুলিতে ঢুকে পড়ে। হাতির দলও গ্রামে ঢুকে পড়ে। কিন্তু এত বড় ক্ষতি আগে কখনও হয়নি।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৮৩ ডলার প্রতি ব্যারেল। দেশের সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি মঙ্গলবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইয়ে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.২১ ডলার বা ০.২৪ ডলার শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৬.৮৬ ডলারে রয়েছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.১৩ ডলার বা ০.১৬ ডলার শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮২.০৮ ডলারে লেনদেন করছে।

ভোটের আগেই হিংসা, অভিযোগ জানাতে রাজভবনে বিজেপি প্রতিনিধিদল

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): ভোটের আগেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যের শাসকদল হিংসাত্মক কাজ করছে। রাজ্যপালের কাছে এই অভিযোগ জানাতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজভবনে যাচ্ছে বিজেপি প্রতিনিধিদল।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীণ নেতা শিশির বাজোরিয়া যুক্ত থাকছেন ওই প্রতিনিধিদলে। পিংলা ও ক্যানিং পূর্বের আক্রান্ত বিজেপিদের স্বজনদেরও থাকার কথা।

লোকসভা ভোটের আগে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। দিন দুই আগে পিংলায় এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। নিহত বিজেপি কর্মীর নাম শান্তনু ঘোড়ুই। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ধানখেতে দেহ উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে নিহতের বাড়িতে যান ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়।

দিন দুই আগে ক্যানিংয়ে বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে ঢুকে তাঁকে এবং দলের এক কার্যকর্তাকে বেধড়ক মারধর করেছে দুষ্কৃতীদের একটি দল। বিজেপির অভিযোগ, ওই দুষ্কৃতীরা আদতে তৃণমূলেরই 'গুন্ডাবাহিনী'। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় বিজেপির ওই দুই নেতাকে। এলাকার বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন জেলার শাসক দল তৃণমূলের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সওকত মোল্লা। তাঁর 'পোষা গুন্ডারাই' ভোটের আগে এলাকা বিরোধীশূন্য করতে চেয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

মহুয়ার বাড়িতে সিবিআই হানাকে হাতিয়ার করতে ৩১শে মমতার সভা কৃষ্ণনগরে

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): ৩১ মার্চ কৃষ্ণনগর যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রের বাড়ি ও অফিসে সিবিআই হানার পর এবার এই বিষয়কেই হাতিয়ার করতে চাইছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এবার মহুয়ার কেন্দ্র থেকেই লোকসভা প্রচার শুরু করবেন মমতা।

মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থার 'অন্যায়' পদক্ষেপকে হাতিয়ার মমতার। সূত্রের খবর মার্চের শেষে লোকসভা ভোটের কৃষ্ণনগরের প্রচার সভা থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে সোচ্চার হতে চলেছেন মমতা।

প্রসঙ্গত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির পর থেকেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে তোলপাড় দেশ। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারিতে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে বিরোধীদের আইএনডিআই জোট। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহুয়া মৈত্রের প্রচার শুরু কৃষ্ণনগর দিয়েই।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বছর শুরু ব্রাজিলের

লন্ডন, ২৬ মার্চ (হি.স.): সব ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে নতুন কোচের হাত ধরে বেশ আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলল ব্রাজিল। তবে ম্যাচের শেষদিকে কাঙ্ক্ষিত গোল এনে দিলেন উঠতি তারকা এন্ড্রিক। জয় দিয়ে পথচলা শুরু করল দরিভাল জুনিয়রের দল লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার রাতের এই প্রীতি ম্যাচটাই ছিল দরিভালের কোচিংয়ে প্রথম ম্যাচ গত বছরটা খুবই খারাপ গেছে ব্রাজিলের। ৯ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই হারে তারা। বছর শেষ করে টানা চার ম্যাচ জয়শূন্য থেকে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ড্রয়ের পর হারে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে। অবশেষে ছয় মাস পর এবার জয়ের স্বাদ পেল পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা।

নির্বাচনী আবহে দোল, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা লালবাজারের

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): সামনেই লোকসভা নির্বাচন। আর রবিবার রাত পোহালেই সোমবার দোল উৎসব। দোল ও হোলির দিন শহরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য তৎপর রয়েছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, দোলের দিন অর্থাৎ সোমবার শহরজুড়ে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

সূত্রের খবর, শহরজুড়ে থাকবে প্রচুর পিসিআর ভ্যান, মোটর সাইকেল পেট্রোলিং বাহিনী। এছাড়াও থাকছে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য উইনার্স বাহিনী। সোমবার শহরের বিভিন্ন পার্কগুলিতেও বিশেষ নজর রাখবে লালবাজার। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন ঘাটে প্রস্তুত করা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে। প্রতিটি ঘাটে বিশেষভাবে নজর রাখবে পুলিশ। বিভিন্ন স্থানে পিকেট তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচনী আবহে দোলে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা এড়াতে প্রস্তুত লালবাজার।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ায় শুরু নাকা চেকিং

বাঁকুড়া, ২৬ মার্চ (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়ায় জোরকদমে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। লোকসভা নির্বাচনের আগে বাঁকুড়া জেলায় অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর কড়া নজরদারি শুরু করেছে জেলা পুলিশ। সেই উদ্দেশ্যেই মঙ্গলবার জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। জেলার বিভিন্ন থানার অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এলাকায় এদিন নাকা চেকিং চালানো হয়।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আন্তঃজেলা সীমানার মিশরিশোল নাকা চেকিং পোস্ট, ইন্দাস থানার অন্তর্গত খাররা নাকা চেকিং পোস্ট, ইন্দপুর থানার অন্তর্গত বাগডিহা, ভুতেরগেরিয়া এবং পায়রাচলী আন্তঃজেলা সীমানার নাকা চেকিং পোস্ট, বারিকুল থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া-ঝাড়গ্রাম -পুরুলিয়া আন্তঃ জেলা সীমানার পাড়ারডিহি মোড় নাকা চেকিং পোস্ট, বেলিয়াতোড় থানার অন্তর্গত মারখা নাকা চেকিং পোস্ট সহ নানা এলাকায় এদিন সকাল থেকেই চেকিং চলে। রাস্তার মোটরসাইকেল, চারচাকা ছোট ও বড় গাড়ি, লরি ইত্যাদিও যানবাহন পরীক্ষা করা হয় এদিন।

দিল্লির জনগণকে জলের সুব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেজরিওয়াল সরকার : মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): দিল্লির জনগণকে জলের সুব্যবস্থা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেজরিওয়াল সরকার, মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন বিজেপির সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তিনি এদিন বলেন, জেলে যাওয়ার পর কেজরিওয়ালের উপলব্ধি হয়েছে যে তিনি দিল্লাবাসীকে এইসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন মনোজ তিওয়ারি।

তিনি এদিন আরও বলেন, গ্রেফতার হওয়ার পর কেজরিওয়ালের মনে পড়েছে যে দিল্লিতে জলের সুবিধা দেওয়া

জেলবন্দি মুখতার আনসারির শারীরিক অবস্থার অবনতি, ভর্তি হাসপাতালে

বান্দা, ২৬ মার্চ (হি. স.): জেলের মধ্যে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ উত্তরপ্রদেশের মাফিয়া-রাজনীতিক মুখতার আনসারি। সোমবার মধ্যরাতে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে বান্দা হাসপাতালে। আইসিইউতে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি আনসারি দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশে জেলের মধ্যেই তাঁকে 'স্লো পয়জন'-এর মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। এরপরই আনসারির হঠাৎ অসুস্থতায় রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে উত্তরপ্রদেশে।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মুখতারের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির কারণে একজন জেলার আর দু'জন ডেপুটি জেলারকে বরখাস্ত করেছিল সরকার। ভার্চুয়াল উপস্থিতির সময়, মুখতার আনসারি আদালতে জেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁকে "স্লো পয়জন" করার অভিযোগ করেছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মুখতারের শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, মুখতারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনছে না জেল প্রশাসন এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, মুখতার আনসারির মূত্রনালীতে সংক্রমণ গুরুতর আকার নিয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে অস্ত্রোপচার করতে হতে পারে। বর্তমানে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে।

রামনবমীতে ২৫-৩০ লক্ষ মানুষ রাম মন্দিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে : চম্পত রাই

অযোধ্যা, ২৬ মার্চ (হি.স.): রামনবমীতে ২৫-৩০ লক্ষ মানুষ রাম মন্দিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে, মঙ্গলবার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই।

তিনি এদিন সাংবাদিকদের জানান যে, রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পর এবছরই প্রথম রামনবমী পালিত হবে। সেজন্য আমরা আশা করছি এবার অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার দর্শন করতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হতে পারেন। সেজন্য আমাদের এখন চিন্তা করতে হচ্ছে যে ৫ বছর বয়সী রামলালাকে আমরা কতক্ষণ জাগিয়ে রাখতে পারবো। তিনি আরও বলেন, মানুষজন তাঁদের গ্রামেও রামনবমী পালন করতে পারেন।

প্রাক্তন স্ত্রীর প্রেমিকের সঙ্গে বচসা, দিল্লিতে খুন যুবক

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): দিল্লির শাস্ত্রী পার্কে গুলি করে খুন করা হল ২২ বছরের এক যুবককে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত যুবকের নাম মুস্তাকিম। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, দিল্লির শাস্ত্রী পার্কে প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই খুন হতে হয় মুস্তাকিমকে। পুলিশসূত্রে খবর, প্রাক্তন স্ত্রী ইশরাদের সঙ্গে সোমবার দেখা করতে গিয়েছিলেন মুস্তাকিম এবং তাঁর বন্ধু সোহেল। সেখানে দেখা হয় ইয়াসিম নাম এক যুবকের সঙ্গে। ইয়াসিমকে বিয়ে করতে চায় মুস্তাকিমের প্রাক্তন স্ত্রী। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে মুস্তাকিমের ওপর গুলি চালায় ইয়াসিম।

ছিন্দওয়ারা লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন নকুল, ছেলের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কমল নাথ

ছিন্দওয়ারা, ২৬ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন কংগ্রেস নেতা নকুল নাথ। মঙ্গলবার বাবা কমল নাথ, যিনি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উপস্থিতিতে ছিন্দওয়ারা লোকসভা আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কমল নাথের ছেলে নকুল।

ছেলের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকট করেছেন কমল নাথ। তিনি বলেছেন, 'ছিন্দওয়ারার জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে, তারা সত্যের পক্ষে থাকবে। ছিন্দওয়ারার জনগণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক পারিবারিক, রাজনৈতিক নয়।'

ছিন্দওয়াড়া থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে, কংগ্রেস নেতা নকুল নাথ বলেছেন, 'আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ছিন্দওয়ারার মানুষ আমাকে আবার নিজেদের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ দেবেন।'

মৃত আরও একজন, গার্ডেনরিচকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.): গার্ডেনরিচকাণ্ডে মৃত্যু হল আরও একজনের। মৃত ৮৫ বছরের মারিয়াম বিবি। এনিয়ে এই বহুতল বিপর্যয়ে প্রাণ হারালেন ১২ জন। এখনও তিনজনের চিকিৎসা চলছে এসএসকেএম হাসপাতালে।

জানা গেছে, বৃদ্ধাকে শনিবার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এও জানা গেছে, দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বৃদ্ধাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় এসএসকেএমে। উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচের এক নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ায় বহুতলের ভগ্নস্তূপ থেকে একের পর এক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে মৃতের সংখ্যা ২ শোনা গিয়েছিল। তারপর ক্রমেই বেড়েছে সংখ্যা। গার্ডেনরিচকাণ্ডকে সামনে রেখে বিভিন্ন মহলে প্রশাসন ও পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধির ভূমিকাও। কলকাতা পুরনিগম এসওপি তৈরি করেছে। পুরবিল্ডিং আইনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের ফৌজদারি আইনও। বহুতল বিপর্যয় নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকাতা পুরনিগম।

নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ যুবক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৬ মার্চ (হি.স): মুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে। নিখোঁজ যুবকের নাম হরে কৃষ্ণ মান্না। বাড়ি গঙ্গাসাগরের কুবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবার সকালে পান নিয়ে কুবেড়িয়া এলসিডি ঘাট থেকে কাকদ্বীপে যাচ্ছিল পান মার্কেটে। হঠাৎ করেই ট্রলারে যাওয়ার সময় হাইহিল লেগে অসাবধানতাবশত মুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে যায় যুবক। তারপর থেকেই নিখোঁজ রয়েছে ওই যুবক। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সাগর থানার পুলিশ। তবে সাতসকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। ইতিমধ্যেই মুড়িগঙ্গা নদীতে তল্লাশি শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ।

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

মা সমলেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, বললেন সম্বলপুর থেকে প্রার্থী হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার

সম্বলপুর (ওড়িশা), ২৬ মার্চ (হি.স.): ওড়িশার সম্বলপুরে মা সমলেশ্বরী মন্দিরে পূজার্চনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সম্বলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ধর্মেন্দ্র প্রধান। মঙ্গলবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় মা সমলেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রীও। মন্দিরের গর্ভগৃহে মা সমলেশ্বরীর পুজো দেন তাঁরা।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'দেবী সমলেশ্বরীর মন্দির দেশের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান। এখান থেকে প্রার্থী হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।' প্রধান আরও বলেছেন, 'গতকাল, আমি (পুরীতে) ভগবান জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছি। আজ আমি এখানে সমলেশ্বরী মন্দিরে প্রার্থনা করতে এসেছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে দেবী সমলেশ্বরী আমাকে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আশীর্বাদ করবেন।' মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গেও এদিন কথা বলেছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

বরুণ গান্ধীকে কংগ্রেস প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব অধীর চৌধুরীর

মুর্শিদাবাদ, ২৬ মার্চ (হি.স.) : বরুণ গান্ধীকে পিলভিট থেকে প্রার্থী করতে পারে কংগ্রেস! মঙ্গলবার তাঁকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী।

অধীর চৌধুরী এদিন জানিয়েছেন, কংগ্রেসে যোগ দিতে চাইলে বরুণ গান্ধীকে 'স্বাগত' জানানো হবে।

মানেকা গান্ধীর ছেলেকে, এবার আর সেখান থেকে টিকিট দেয়নি বিজেপি। রবিবার, বিজেপি উত্তর প্রদেশের আরও ১৩টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পিলভিট থেকে বিজেপির এবারের প্রার্থী জতিন প্রসাদ। প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বরুণ গান্ধী।

এদিন মুর্শিদাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন অধীর চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, গান্ধী পরিবারে তাঁর শিকড় রয়েছে বলেই বরুণ গান্ধীকে ভোট-যুদ্ধ থেকে বাদ দিয়েছে কংগ্রেস। এই অবস্থায় তাঁর কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। অধীর চৌধুরী বলেন, "তাঁর (বরুণ গান্ধী) কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত। তিনি যোগ দিলে আমরা খুশি হব। তিনি একজন বড় মাপের নেতা এবং একজন সুশিক্ষিত রাজনীতিবিদ। তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে। আমরা চাই বরুণ গান্ধী এখন কংগ্রেসে যোগ দিন।"

দিল্লির বিমানবন্দর থেকে হরিণের শিং বাজেয়াপ্ত করল শুল্ক দফতর

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হরিণের শিং বাজেয়াপ্ত করল শুল্ক দফতর। মঙ্গলবার শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা এই হরিণের শিং বাজেয়াপ্ত করেছে।

শুল্ক দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুল্ক আধিকারিকরা এক মার্কিন যাত্রীর কাছ থেকে হরিণের শিং উদ্ধার করেছে। মার্কিন বিমান যাত্রীটি দিল্লি থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তাকে দেখে শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালালে হরিণের শিং পাওয়া যায়। মার্কিন বিমান যাত্রীকে শুল্ক আইন, ১৯৬২- এর অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাড়ি তৈরির জন্য টাকার প্রয়োজনে বালককে অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি, উদ্ধার দেহ

থানে, ২৬ মার্চ (হি. স.): সোমবার এক ৯ বছরের অপহৃত বালকের বস্তাবন্দী দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল সে। তাকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। হাড়হিম করা এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের থানেতে।

জানা গেছে, বাড়ি তৈরির জন্য টাকার প্রয়োজনে পাড়ারই ৯ বছরের বালক ইবাদকে পরিকল্পনা করে অপহরণ করেছিল পেশায় দর্জি সলমন। উদ্দেশ্য ছিল, মুক্তিপণ হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়। সূত্রের খবর, থানের বদলাপুরের গোরেগাঁও গ্রামে রবিবার রাতে মসজিদ থেকে প্রার্থনা সেরে বেরিয়েছিল ইবাদ। তখনই পাড়ার দর্জি সলমন তাকে অপহরণ করে। ভরে রাখে বস্তার ভেতর। সন্ধের পরেও ইবাদ বাড়ি না ফেরায় তার পরিবারের লোকজন খোঁজ শুরু করে। তার বাবার কাছে ছেলের জন্য মুক্তিপণ দাবি করে ফোন আসে। কিছু বোঝার আগেই ফোন কেটে যায় এবং পরেও একাধিকবার পৃথক পৃথক নম্বর থেকে ফোন আসে মুক্তিপণ এর দাবিতে।

সোমবার পুলিশ মুক্তিপণ আদায়ের জন্য আসা ফোনের লোকেশন খুঁজতে শুরু করলে বালকটির বাড়ির পিছনের দিকে একটি বস্তার ভেতর বালকের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত সলমনের পাশাপাশি তার ভাই সাফুয়ানকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সলমন পুলিশকে জানিয়েছে, বাড়ি তৈরি করতে ২৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল, তাই এই পরিকল্পনাটি করেছিল সে।

বাংলাদেশে সাড়ম্বরে পালিত স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশে সাড়ম্বরে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস। ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সফররত ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। মঙ্গলবার সকাল ৫.৫৬ মিনিটে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের রাজা।

এরপর দাঁড়িয়ে কিছু সময় নীরবতা পালন করেন তাঁরা। এই সময় বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার দেয়। পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলটির শীর্ষ নেতাদের নিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে দ্বিতীয় বার ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা। জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভুটানের রাজা পরিদর্শন বইয়ে সই করেন। জাতীয় স্মৃতিসৌধে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের রানি জেৎসুন পেমা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ এলাকা ছেড়ে গেলে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরের মানুষের জন্য জাতীয় স্মৃতিসৌধ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

এএপি বিক্ষোভ : লোককল্যাণ মার্গ-সহ তিনটি মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান গেট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): আম আদমি পার্টি (এএপি)-র বিক্ষোভ কর্মসূচির কারণে দিল্লির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান গেট বন্ধ রাখল দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন। এই মেট্রো স্টেশনগুলি হল লোককল্যাণ মার্গ মেট্রো স্টেশন, পটেল চক ও সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট স্টেশন। ডিএমআরসি জানিয়েছেন, 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে, লোক কল্যাণ মার্গ মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ/প্রস্থান, প্যাটেল চক মেট্রো স্টেশনের ৩ নম্বর গেট এবং কেন্দ্রীয় সচিবালয় মেট্রো স্টেশনের ৫ নম্বর গেট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।'

দিল্লিতে এএপি-র প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন "ঘেরাও" প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রসঙ্গে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার দেবেশ কুমার মহলা বলেছেন, 'সবকিছু বিবেচনা করে আমরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে নিরাপত্তা মোতায়েন করেছি। দিল্লির সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বোর্ডিং/ডিবোর্ডিং-এর উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।'

৩৩ বছর পর ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট সিরিজ হচ্ছে ৫ ম্যাচের

সিডনি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : শেষ ৫ ম্যাচের সিরিজ হয়েছিল উনিশ দশকে। এতদিন দুই দেশের মধ্যে ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হচ্ছিল। এবার থেকে হবে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সোমবার রাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এই ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ আগামী ২০২৪-২৫ মরসুম থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলা হবে।

এক বিবৃতিতে বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়, 'এটি টেস্ট ক্রিকেটের তাৎপর্য ও উন্নতিকল্পে আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার।' ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড বলেছেন, '৫ ম্যাচের সিরিজ দুটি ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের দ্বৈরথ এবং রোমাঞ্চকে আরও তীব্র করে তুলবে।'

মুম্বইয়ের একটি আবাসনের ষষ্ঠ তলায় ভয়াবহ আগুন

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি. স.) : মুম্বইয়ের একটি আবাসনের ষষ্ঠ তলায় ভয়াবহ আগুন লাগে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ের মুলুন্ড পশ্চিমে অবস্থিত একটি ৬-তলা বাণিজ্যিক ভবনে আগুন লাগে। অ্যাভিওর কর্পোরেট পার্ক আবাসনের ষষ্ঠ তলায় আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গিয়েছে। মুম্বইয়ের দমকল বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। মুম্বই দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কিছু ব্যক্তি ওই আবাসনের বিভিন্ন তলায় আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে। আবাসনের ষষ্ঠ তলায় আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কেউ আহত বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

সবজি বাজারে, কলোনিতে ভোটের প্রচার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ২৬ মার্চ (হি. স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সর্বত্র জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সকাল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিন থুথুকুডিতে সবজি বাজারে গিয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন। স্টালিনের সঙ্গে রয়েছেন ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি।

নির্বাচনের প্রচারের উদ্দেশ্যে স্ট্যালিন দলের নেত্রী কনিমোঝিকে সঙ্গে নিয়ে থুথুকুডিতে জেলেদের কলোনিতেও যান। এদিন দলের এক সমর্থকের বাড়িতে চা পানও করেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন।

নির্বাচন কমিশন পরিবেশবান্ধব নির্বাচনে উৎসাহ দিচ্ছে
একবারে ব্যবহার করা হয় এমন প্লাস্টিক বর্জনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ : নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন নির্বাচনের কাজে ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী সামগ্রীর জন্য কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেঊ এব্যাপারে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ জারি করেছে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ই-বই (ই-বুক) এবং ই-তথ্যপ্রমাণ (ই-ডক্যুমেন্ট) ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে এবং বলেছে যাতে কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই ছাপার কাজ করা হয় এবং বিকল্প পন্থাকে মুদ্রণ সজ্জায় প্রয়োগ করা হয়।

নির্বাচন গ্রহণ পর্ব চলাকালে বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতেও নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এ ছাড়াও কমিশন ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী সামগ্রীর জন্য কাগজের ব্যবহার কমিয়ে আনতে বলেছে। কমিশন বলেছে একবারই ব্যবহার করা যায় এমন প্লাস্টিক দ্রব্য যাতে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করার কথাও বলেছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন চলাকালে পরিবেশ বান্ধব নির্বাচন করতে পৃথক পৃথক সংগ্রহ পাত্র ও যথাযথ দৃশ্যাত্মক প্রচার সজ্জাকে সুনিশ্চিত করতেও বলা হয়েছে।

প্রতিটি বর্জ্য বস্তুর জন্যপৃথক পৃথক আবর্জনা ফেলার পাত্র ব্যবহার করা, পরিবেশ বান্ধব যান-বাহনের ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালে গাড়ির ব্যবহার কম করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচার কর্মের জন্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে। নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত কর্মী এবং মতদাতাদের যাতে খুব বেশি দূরে যাতায়াত করতে না হয় সে জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিকে তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী স্থানে রাখতে নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা কুমারঘাট মহকুমায় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। কুমারঘাট মহকুমায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ২০২৪-২৫ সালের কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করতে কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক দশরথ দেববর্মা, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, কুমারঘাট ব্লকের বিডিও ডা. সুদীপ ভৌমিক সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর করার জন্য ২৭টি বিষয়ের উপর অতিরিক্ত জেলাশাসক দশরথ দেববর্মা আলোচনা করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিপর্যয় মোকাবিলার জেলা প্রোগ্রাম অফিসার সুভ্রজিৎ নাথ।

পেটের ব্যথায় অসুস্থ মুখতার আনসারি; চিকিৎসাধীন হাসপাতালে, অবস্থা স্থিতিশীল

বান্দা, ২৬ মার্চ (হি.স.): শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল গ্যাংস্টার-রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারিকে। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার পরে তাকে উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার বান্দা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রানী দুর্গাবতী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল) ভর্তি করা হয়েছে, তার ছেলে আব্বাস এবং উমর আনসারি একটি ফেসবুক পোস্টে এই দাবি করেছে। মঙ্গলবার সকালে পেটে ব্যথার কারণে মুখতারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের গ্যাংস্টার তথা রাজনীতিক মুখতার আনসারি এখন যাবজ্জীবন সাজা খাটছে। কংগ্রেস নেতা অবধেশ রাই খুনের মামলায় মুখতার এখন বান্দা জেলে বন্দি। জেলে বন্দি অবস্থাতেই মুখতারের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বান্দা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখন তার শারীরিক অবস্থা কেমন আছে, সে বিষয়ে বিশদ কিছু জানা যায়নি। শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সে স্থিতিশীল রয়েছে এবং চিকিৎসা চলছে।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে অশান্তি গোসাবায়; গুরুতর আহত ৩, গ্রেফতার দুজন

গোসাবা, ২৬ মার্চ (হি.স.): ভোট আসতেই ফের অশান্তি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায়। হিংসায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন, পুলিশ গ্রেফতার করেছে দু""জনকে। কুমিরমারিতে তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপি কর্মীদের উপর তৃণমূলের হামলার অভিযোগ এনেছে পদ্মশিবির।

সোমবার, দোলের দিন গোসাবা ব্লকের কুমিরমারিতে বুবাই মণ্ডল নামে এক তৃণমূল কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে বুবাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় ছোট মোল্লাখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তৃণমূলের অভিযোগ, ছোট মোল্লাখালি অঞ্চলে তৃণমূলের সভাপতি অঙ্কন মণ্ডলকে খুনের চক্রান্ত করে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় বিজেপির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, সোমবার বিকেলে বিজেপি কর্মীরা এলাকায় পতাকা, পোস্টার লাগাচ্ছিলেন। সেই সময় তৃণমূলের লোকজন গিয়ে তাঁদের উপর হামলা করে। তৃণমূলের মারে দুই বিজেপি কর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

জেলে থাকা সত্ত্বেও দিল্লির মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত কেজরিওয়াল : সৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): জেলে থাকা সত্ত্বেও দিল্লির মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই মন্তব্য করলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। প্রসঙ্গত, ইডি-র হেফাজতে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কেজরিওয়াল, কিছুদিন আগেই জল সমস্যার সমাধানের জন্য মন্ত্রী অতিশীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এবার স্বাস্থ্য নিয়ে কেজরিওয়াল নির্দেশ দিয়েছেন সৌরভ ভরদ্বাজকে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সৌরভ বলেছেন, 'ইডি-র হেফাজত থেকেও, মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল দিল্লির মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চিন্তিত... তিনি চিন্তিত এই কারণে, যে তিনি জেলে থাকায় দিল্লির জনগণ যেন জন্য কষ্ট না পান... মুখ্যমন্ত্রী তথ্য পেয়েছেন, দিল্লীবাসী মহল্লা ক্লিনিকগুলিতে করা পরীক্ষায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি আমাকে এই সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন... আমি দিল্লির জনগণকে নিশ্চিত করতে চাই, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী জেলে আছেন, তবুও তিনি শুধু আপনাদের কথাই ভাবছেন...'

আজ মনোনয়নপত্র

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরার কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের কর্মসূচি রয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল সাড়ে দশটা থেকে। রবীন্দ্র ভবনের সামনে কর্মী সমর্থকরা জড়ো হবেন। সেখান থেকে মিছিল করে তারা অবলা চৌমনিতে গিয়ে সভা করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই সময় পরিবর্তন করে দুপুর বারোটা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কংগ্রেসের মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় যুবনেতা কানাইয়া কুমার উপস্থিত থাকবেন বলে সুদীপ রায় বর্মন ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস রাজ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছিল। কিন্তু এর ফলাফল থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে এই জোটকে পছন্দ করেনি রাজ্যের জনগণ। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল মিশে গেছে শাসকদলে। ফলে আরো একটি নতুন জোট প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যবাসী। এই দুই জোটের মধ্যে কোন জোটের গ্রহণযোগ্যতা রাজ্যে সব থেকে বেশি তার প্রমাণ মিলবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরেই। কিন্তু পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে কোন দলের পাল্লা ভারী তার প্রমাণ মনোনয়নপত্র দাখিলের জমায়েতেই লক্ষ্য করা যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর

● প্রথম পাতার পর

একটা দুর্বিষহ অবস্থায় প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণ কাটাচ্ছে। এমন অবস্থায় গণতন্ত্র রক্ষার্থে মানুষের অধিকার বাঁচাতে স্বাগতন্ত্রী সরকারকে পতন ঘটিয়ে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিষ্ঠা লাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি বর্ণনা করেন।

ধর্মনগরের মানুষের কাছ থেকে ভালো ভোটের সারা পাবে বলে তিনি আশাবাদী। এই রেলিটি ধর্মনগরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস দলের নেতাদের সমন্বয়ে উজ্জীবিত ইন্ডিয়া জোটের স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে।

অ্যাপের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার

● প্রথম পাতার পর

স্কোয়াড টিমের সাথে নাগরিকদেরকে সহজেই সংযুক্ত করতে পারে। এই অ্যাপটি ব্যবহার করে, রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ভিড় না করেও নাগরিকরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক অসদাচরণের ঘটনা সম্পর্কে মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট করতে পারবেন। সিভিজিল অ্যাপে অভিযোগ পাঠানোর সাথে সাথে অভিযোগকারী একটি অনন্য আইডি পাবেন যার মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের মোবাইলে অভিযোগ খুঁজতে সক্ষম হবেন।

যোগাযোগ সুদৃঢ় হলে

● প্রথম পাতার পর

রাত্রি ০৯:১৫ ঘটিকায় জাতির পিতা, তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যবৃন্দ, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে শহিদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। ০৯:২০ ঘটিকায় গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। অতঃপর রাত ০৯:২৫ ঘটিকায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে সংঘটিত ইতিহাসের বর্বরোচিত গণহত্যার উপর নির্মিত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এরপর দিবসটির প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্যের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অত্র মিশনের সহকারী হাইকমিশনার জনাব আরিফ মোহাম্মাদ। সহকারী হাইকমিশনার জনাব আরিফ মোহাম্মাদ ও আগত অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা ২ লাখ মা বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২৫ শে মার্চের গণহত্যায় সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের রাতে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায় এবং পরবর্তী দীর্ঘ ০৯ মাসে মোট ত্রিশ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ। বক্তারা উল্লেখ করেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী কাপুরুষের মতো 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেতে ওঠে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যায়, যা কালরাত হিসেবে পরিচিত। বক্তারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে সংঘটিত মানব ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত এই গণহত্যাকে "আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ভারতসহ বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র মিশনের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান জনাব মোঃ রেজাউল হক চৌধুরী।

ট্রান্সফরমারে আগুন

● আটের পাতার পর

আশেপাশের প্রতিবেশিরা আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তা না হলে বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারত বলে জানান তিনি।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

● আটের পাতার পর

ছাত্র ৮০ ও ছাত্রী ৬০ জন। উপস্থিতির হার ১০০ শতাংশ। আগামী ২৮ মার্চ উচ্চতর মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) এর কম্পিউটার সায়েন্স/ মিউজিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রঙ্গ উৎসবে মাতল রাজ্য

● আটের পাতার পর

কলেজ এবং বিলোনীয়া রবীন্দ্র পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত দোল উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৃষ্ণ কুসুম পাল, রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি গোপাল চন্দ্র দাস এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ। অতিথিগণ দোল উৎসবের প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিলোনীয়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

অমরপুরের রামঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণে গতকাল অমরপুর মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে অমরপুর নগরপঞ্চায়েত এবং অমরপুর রামঠাকুর সেবা মন্দির কমিটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন অমরপুর নগরপঞ্চায়েতের উপ কার্যনির্বাহী আধিকারিক ধীরপদ দেবনাথ। মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য প্রদীপ দাস, নিলয়কান্তি সাহা প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

সুপার : ফিরতি লিগেও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারালো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব

ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-১৮৯ **স্ফুলিঙ্গ-১৯২/৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জে সি সি-র পর স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। সুবিধে পাইয়ে দিলো সংহতি ক্লাবকে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করে। মঙ্গলবার পরাজিত হওয়ায় ৮ ম্যাচ থেকে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে গেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস।

সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সংহতি ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। স্ফুলিঙ্গ ৯ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট নিয়ে রান রেটে আপাতত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মঙ্গলবার স্ফুলিঙ্গ ৪ উইকেটে পরাজিত করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসকে। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ১৮৯ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ৫ উইকেট নিয়েছেন।

সকালে টসে জয়লাভ করে তেজশ্বী জশোয়ালের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ১৮৯ রান করতে সক্ষম হয়।

দুরন্ত ব্যাট করলেও দুর্ভাগ্য তেজশ্বী-র। ৯৭ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯০ রান করে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য-র বলে অজয় সরকারের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন।

তেজশ্বী ছাড়া অভিজিৎ সরকার ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, নবারুণ চক্রবর্তী ৩৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, অঙ্কিত প্রতাপ সিং ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং অভিজিৎ দেববর্মা ৪১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ৫৪ রানে ৫ টি, বৈভব পাল ৩৪ রানে ৩ টি এবং অপূর্ব বিশ্বাস ৩৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

জবাবে খেলতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৪৫.৩ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে সাগর শর্মা ৬৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪, বাবুল দে ৬৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, সম্রাট সিনহা ১৯ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০,অজয় সরকার ৫০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ (অপ:) এবং শচীন শর্মা ৩৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে সন্দীপ সরকার ২২ রানে ৩টি এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ৩০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

শতদলকে হারিয়ে প্রথম লীগে পরাজয়ের জবাব দিল ব্লাডমাউথ

শতদল সঙ্ঘ-৯৩ **ব্লাডমাউথ-৯৭/২**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাডমাউথে অসহায় আত্মসমর্পন শতদল সঙ্ঘের। ৮ ম্যাচ খেলে ৪ টি ম্যাচে জয়লাভ করে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চতুর্থ স্থানে রয়েছে ব্লাডমাউথ। অপরদিকে ১ ম্যাচ বেশী খেলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে অবনমনের পথে শতদল সঙ্ঘ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। মঙ্গলবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ জয়লাভ করে ৮ উইকেটে। ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেন দীপক ভাটনাগরের ছেলেরা। শতদল সঙ্ঘের গড়া ৯৩ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে দুর্বল শতদল সঙ্ঘ। দল ২৭.৩ ওভার ব্যাট করে সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের প্রথমসারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় অল্প রানে গুটিয়ে যায় শতদল সঙ্ঘ। দলের পক্ষে আনন্দ ভৌমিক ৪৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, দেবপ্রসাদ সিনহা ৫০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, মঙ্গেশ যাদব ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০,কাজল সূত্রধর ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং শ্যাম শাকিল গণ ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে তুষার সাহা ২৫ রানে ৩ টি, দলনায়ক সৌরভ দাস ১৬ রানে এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য ২৪ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ২৯ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ব্লাডমাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনার দ্বীপজয় দেব ৮৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে এবং রুহিনন্দন পেগু ৫২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া ধনবীর সিং ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, আজ থেকে টিসিএ-র সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ৩টি ম্যাচের ৬টি দল। কোচদের থেকে শেষ সময়ের টিপসও নেওয়া হয়ে গেছে। প্রতিটি দলের প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত বলা যেতে পারে।

বামুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠ, মেলাঘরের কাজল স্মৃতি ময়দানের মত দূরবর্তী মাঠগুলিতেও খেলা। দুই জেলার, তিন মহকুমায়, তিন মাঠে, তিন ম্যাচ। আগেই বলা হয়েছে, তিন মাঠে একদিনে ৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ডে ম্যাচ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ড, এমবিবি স্টেডিয়াম এবং মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে হবে ম্যাচগুলো। অংশগ্রহণকারী ১১টি দলকে মূলতঃ দুটি গ্রুপে ভাগ করে নেয়া হয়েছে। গ্রুপে এ-তে রয়েছে জুটমিল কোচিং সেন্টার, ব্লাড মাউথ ক্লাব, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, তরুণ সংঘ, চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবং মৌচাক কোচিং সেন্টার। গ্রুপ বি তে নিউ প্লে সেন্টার, এগিয়ে চলো সংঘ, এডি নগর প্লে সেন্টার, ক্রিকেট অনুরাগী, ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি।

আগামীকাল এমবিবি স্টেডিয়ামে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি খেলবে এডি নগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। বামুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী খেলবে এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে তরুণ সংঘ ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

লীগ পর্যায়ে দুই গ্রুপের মোট ২৫টি ম্যাচের পর দুই গ্রুপের দুটো করে সেরা দল সেমিফাইনালে খেলবে। গ্রুপ লীগের ম্যাচগুলো শেষ হবে ১৬ এপ্রিল। ২১ ও ২২ এপ্রিলে হবে দুটো সেমিফাইনাল। এরপর ২৪ এপ্রিলে ফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে।

বোধজং স্কুল এলামনির কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বোধজং স্কুল এলামনির কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। গত ২৪ মার্চ, রবিবার বোধজং স্কুল এলামনির অফিস কক্ষে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের পর সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। সভাপতি প্রদীপ ভৌমিকের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে সম্পাদক মানব কর্মকার এবং কোষাধ্যক্ষ হারাধন পাল যথাক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ পেশ করলে উপস্থিত অর্ধশতাধিক সদস্যবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন এবং সবশেষে সেগুলো অনুমোদিত হয়। পরে সুবল দেবনাথ, চীনু রঞ্জন সাহা এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র দেবনাথ কে নিয়ে গঠিত সভাপতি মন্ডলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে দিলীপ কুমার পাল, ভাস্কর সাহা এবং হারাধন পাল প্রমুখ মনোনীত হয়েছেন। ২০২৪-২৬ এই দুই বছরে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পুনর্গঠিত কমিটির পক্ষ থেকে ক্রীড়া সহ বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক আয়োজনে এলামনির সদস্যদের আরও বেশি সম্মীলনের উদ্যোগ নেবে বলে আশা ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের কো: ফাইনালে আজ সদর, শান্তিরবাজার, কৈলাশহর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। চারটি গ্রুপে বিভাজিত ১৯ টি দল থেকে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে। চারটি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স হয়ে মোট আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলে বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হবে। আগামীকাল পঞ্চায়েত মাঠে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদর বি খেলবে ডি গ্রুপ রানার্স শান্তিরবাজার এর বিরুদ্ধে। একই দিনে নীপকো মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন সদর এ খেলবে গ্রুপ সি রানার্স কৈলাশহর এর বিরুদ্ধে। পরদিন ২৮ মার্চ পঞ্চায়েত মাঠে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে সি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ধর্মনগর খেলবে বি গ্রুপ রানার্স বিশালগড় এর বিরুদ্ধে। ওইদিন নীপকো মাঠে চতুর্থ সেমিফাইনালে গ্রুপ ডি চ্যাম্পিয়ন উদয়পুর খেলবে গ্রুপ এ রানার্স খোয়াই এর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, গত রবিবার লীগ পর্যায়ের খেলার অন্তিম দিনে ম্যাচে গ্রুপ ডি-র খেলায় উদয়পুর ১০ উইকেটে অমরপুর কে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নীপকো মাঠে গ্রুপে এ-র খেলায় সদর বি ১৫৬ রানে জিরানিয়া কে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

৩য় নর্থইস্ট গেমস আসর শেষে ঘরে ফিরলো রাজ্য দল : অভিনন্দন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় নর্থ ইস্ট গেমস তথা পূর্বোত্তর ক্রীড়া আসর শেষ করে ঘরে ফিরল রাজ্য দল। আগরতলা রেলস্টেশনে সোমবার বিকেলে ১৫২ সদস্যের রাজ্য দল কে অভিনন্দন জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তা বৃন্দ। এবারকার আসরে রাজ্য দল বেশ কটি ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করলেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতা পেরিয়ে রাজ্য দলকে এবার অংশ নিতে হয়েছে বলে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ বিশেষ করে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এদিকে, রাজ্য দল এবার একটি স্বর্ণ সহ ১৬ টি পদক জয় করে ঘরে ফিরেছে। এছাড়া, এই আসরে রাজ্য দল স্পিরিট অফ অলিম্পিক ট্রফিও পেয়েছে। শ্যেফ দ্যা মিশন তথা ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা এবং ডেপুটি শ্যেফ দ্যা মিশন তথা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সন্ধান চাই

Ref :- Budhjung Nagar PS GDP Dary No - 21 Dated : 24/03/24

পাশের ছবিটি শ্রী লিটন সাহা পিতা দুলাল সাহা সাং- ঘাস নোয়াগাঁও, থানা - বোধজংনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩২ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - ফর্সা, চুল - কালো পরনে- গোলাপী রঙের গেঞ্জী, গত ২২/০৩/২০২৪ইং তারিখ বিকাল অনুমানিক ৪টা সময় কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত এই পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। জিবি টিওপি - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-2006/24

আগরতলা পুর নিগম

তৌজি বিভাগ
আগরতলা
পুর বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬/০৩/২০২৪

চৈত্র মেলা উপলক্ষে আগরতলা পুরনিগমের পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, চৈত্র মেলা ২০২৪ ইং অনুষ্ঠিত হইবে সূর্য চৌমুহনী হইতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী (শকুন্তলা রোড), শিশু উদ্যান বিপনী বিতানের সম্মুখে (দক্ষিণ দিক) এবং শিশু উদ্যান (পুকুর পার) চৈত্র মেলা ০৪-০৪-২০২৪ ইং হইতে ১৩-০৪-২০২৪ ইং পর্যন্ত চলবে (১০দিন)।

এই উপলক্ষে ব্যবসায়ী বৃন্দকে অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অনিবার্য কারণ বসত ২৬ মার্চ ২০২৪ ইং তারিখ আবেদন পত্র বিলি করার কাজ সম্পূর্ণ করা যায় নি, তাই আগামী ২৮ মার্চ ২০২৪ ইং তারিখ আবেদন পত্র বিলি করা হইবে (সকাল ১০:৩০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত) আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত সেন্ট্রাল জোন অফিসে এবং আগামী ৩০-০৩-২০২৪ ইং তারিখে উক্ত শাখায় আবেদন পত্র জমা নেওয়া হইবে (সকাল ১০:৩০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত)। সকল আবেদনকারীকে নিজ নিজ নাগরিক প্রমান পত্রের প্রতিলিপি সাথে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সহায়ক মিউনিসিপাল কমিশনার
সেন্ট্রাল জোন,
আগরতলা পুর নিগম

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

প্রতাপগড়ে সাংগঠনিক বৈঠক করলেন বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদিনই নির্বাচনে ঝড় চলছে শাসক দল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের প্রার্থী এবং দলীয়কর্মীরা প্রত্যেকেই নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনে প্রচারে অংশগ্রহণ করছেন।
মঙ্গলবার ১৩ প্রতাপগড় মন্ডল এর উদ্যোগে এক নম্বর বুথ সূর্যসেন শক্তি কেন্দ্রে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়।
অন্যান্য জমায়েতের ন্যায় এই জমায়েতেও কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন বিজেপি সরকারের রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। রাজ্য সহ দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে বিজেপি। এই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পুনরায় জয়ী করার আহ্বান করেন তিনি।

আগামী ১০ই জুনের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ জুনের মধ্যেই। এমনটাই জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী। উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে ২৪ এপ্রিল থেকে।
মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে চারটি কেন্দ্রে। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে দুটি কেন্দ্রে। মূল্যায়ন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের চারটি কেন্দ্র হল কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল এইচএস স্কুল, বোধজং গার্লস এইচএস স্কুল, বিজয় কুমার গার্লস এইচএস স্কুল এবং বাণী বিদ্যাপীঠ। এদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে দুটি কেন্দ্রে তা হল নেতাজি এইচ এস স্কুল এবং বড়দোয়ালী এইচএস স্কুল। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, সাধারণভাবে পরীক্ষার খাতা দেখতে এক মাস সময় লাগবে। তাই চেষ্টা করা হবে ১০ জুনের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা করার।

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জেলাশাসকদের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। অসময়ের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু সাধারণ নাগরিক। কয়েকদিন আগের শিলাবৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অর্থ লুটেপুটে খেতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে একদল স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী।
এমনই খবর গেছে রাজ্য সরকারের কাছে। আর এবার তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা।
নিজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের টিনের ছাউনি নষ্ট হয়ে গেছে। তারা টিন কিনতে গেলে দেখা যায় একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী টিনের নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশি অর্থ নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে দ্যা ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির পাশে সরকারবদ্ধ পরিকর। কোন ব্যবসায়ী যেন ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে অতিরিক্ত অর্থলুটার চেষ্টা না করেন।

নাবালিকা অপহরণকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কৈলাসহর, ২৬ মার্চ ।। নাবালিকা অপহরণ কান্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার কাঞ্চনপুরের এক যুবক। গতকাল গুজরাটর আমেদাবাদের করোরটাকোলা থানা এলাকা থেকে নাবালিকা সহ অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত বছরের ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখ কৈলাশহর মহিলা থানায় নাবালিকার পিতা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করে বলেছিলেন, তাঁর নাবালিকাকে ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখ কাঞ্চনপুর এলাকার এক যুবক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এরপর কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ ওই নাবালিকার পিতার অভিযোগ মূলে মামলাটি দায়ের করে। মামলাটি নথিভুক্ত হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে এবং সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে ট্রেক করে পুলিশ, বারবার ট্রেক করার পর ওই নাবালিকা এবং অভিযুক্ত যুবকের সন্ধান পায় পুলিশ। পরবর্তীকালে গুজরাট রাজ্যে ছুটে যায় এবং সেখানে আমেদাবাদ এলাকার একটি থানাতে তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে আসে গুজরাট পুলিশের সহযোগিতায় কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ। রবিবার অভিযুক্ত যুবক ও ওই নাবালিকাটিকে কৈলাসহর মহিলা থানায় নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তাঁরা কৈলাসহর মহিলা থানার হেফাজতে রয়েছে। আগামীকাল অভিযুক্ত যুবকটিকে কৈলাসহর মহিলা থানা থেকে কৈলাসহর দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দোল উৎসব উদযাপন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। রাজভবনে দোল উৎসব উদযাপন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। বিভিন্ন স্কুল, সংস্থার ছাত্র-ছাত্রী সহ অনেকেই এদিন রাজভবনে রাজ্যপালকে রং মাখিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের করেন।
এদিন তিনি রাজাবাসীকে দোল পূর্ণিমার শুভ কামনা জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জনগণকে লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

ধর্মনগরে আজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। আসন্ন ১২তম লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজকর্মগুলি প্রচন্ড সতর্কতা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
এর অঙ্গ হিসেবে ধর্মনগরের উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মকবলের আয়োজন করা হয়েছে। ২৬ মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রিসাইডিং অফিসার ও ফাস্ট পোলিং যারা রয়েছে তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
মোট ২৭৯ জন প্রিসাইডিং অফিসার এবং ২২৯ জন ফার্স পোলিং অফিসার মোড পাঁচশ আট জনের আজকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের মোট ১২ টি কক্ষকে বেছে নিয়ে ছয়টিতে থিওরি এবং বাকি ছয়টিতে ইভিএম এর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া জানান আগামীকাল অর্থাৎ ২৭ মার্চ সেকেন্ড পোলিং থার্ড পোলিং এবং গ্রুপ ডি এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সারাদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে কঠোর তত্ত্বাবধানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

রামনগরের উপ নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। আসন্ন ৭-রামনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার প্রদেশ কার্যালয়ে রামনগর বিধানসভার বিভিন্ন বুথ কমিটি বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি সহ কর্মকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ,মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। এদিন শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, ৭ রামনগরে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের অনুগামী হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের দীপক মজুমদারকে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী করা হয়েছে।
তাঁর কথায়, এদিনের বৈঠকে সকল সদস্যদের উচ্ছ্বাস এবং উপস্থিতি দেখে আমি নিশ্চিত রামনগরের জননেতা সুরজিৎ দত্তের অসম্পূর্ণ কাজ পূরণ করার জন্য রামনগরের জনগণ মেয়েটি দীপক মজুমদারকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন।

স্কলারশিপের সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে টিডব্লিও দপ্তরে ডেপুটেশন টিএসইউ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪০০ বি এড কলেজের স্বীকৃতি বাতিল হয়েছিল। ফলে, ওই কলেজগুলিতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা সময় মতো স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেনি। কিন্তু কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে ওই কলেজগুলি পুনরায় স্বীকৃতি ফিরে পেয়েছে। তাই, স্কলারশিপের আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধির দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তার নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে টি এস ইউ।
প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৪০০টি বি এড কলেজের স্বীকৃতি বাতিল বলে ঘোষনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরবর্তী সময়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা গড়ায় এবং এই মালমার রায় দেন কোর্ট ৭ মার্চ। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাতিল করা কলেজ গুলোকে পুনরায় ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা করানোর জন্য স্বীকৃতি প্রদান কলকাতা হাই কোর্টের। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচুর ছাত্র ছাত্রী বি এড পড়াশোনা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বি এড কলেজ গুলিতে ভর্তি নিয়ে থাকে। রাজ্য সরকারের এই বাতিল ঘোষনার ফলে অনেক ছাত্র ছাত্রীর ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোর্টের রায়ের ফলে ছাত্র ছাত্রীদের আশার আলো জাগে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা স্কলারশিপের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা বি এড পড়াশোনা করতে যায় , কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বাতিল করা ও হাই কোর্টের রায়ের পুনরায় স্বীকৃতির ফলে। প্রচুর জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক সময়ে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেনি কারণ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের এন এস পি নিয়ম অনুযায়ী সময় ধার্য্য করা হয়েছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা হাই কোর্টের গত ৭ই মার্চ প্রদান করা রায় এবং রায়ের ভিত্তিতে ঐ কলেজ গুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়, ১৮ থেকে ২৩ মার্চের মধ্যে যার দরুন প্রচুর ছাত্র ছাত্রীরা তাদের স্কলারশিপের ফ্রম ফিলআপ করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে পারেনি। তার জন্য টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বি এড পরোয়া ছাত্র ছাত্রীরা মঙ্গলবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তার নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরার নেতৃত্বে। তাদের দাবি বি এড স্কলারশিপের সময় সীমা অধিক না হলেও এক থেকে দুই তিন দিন হলেও বৃদ্ধি করা হয় এতে করে প্রচুর বি এড পরোয়া ছাত্র ছাত্রীর উপকার হবে ।অন্য দিকে টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা জানান ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কলারশিপের জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে ২৫ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সময় সীমা ধার্য্য করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ২১ ম্যাচ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে নিয়মে বলা আছে ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কলারশিপ পেতে গেলে এন এস পি পোর্টালের যে ফ্রম ফিলআপ এর স্টেট লেভেল বেরিফিকেশন পর্যন্ত করতে হয়। এই ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রী হওয়া সত্বেও এই ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কলারশিপ ফিলআপ করতে পারছেন না অনেকেই কারণ তাদের স্কলারশিপ স্টেট লেভেল বেরীফিকেশন হওয়ার আগেই ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট স্কলারশিপের সময় সীমা শেষ হয়ে যায় ।তাই টি এস ইউ এর দাবি এই সময় সীমাও যাতে বৃদ্ধি করা হয়। আজকের এই ডেপুটেশনে ছিলেন টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরা, সহ সম্পাদক বয়ার দেববর্মা, দ্বীপ শানু দেববর্মা, বাদল দেববর্মা ছাড়াও বি এড পরোয়া ছাত্র ছাত্রীরা।

চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ মার্চ ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে জনমনে বাড়ছে ক্ষোভ। কৈলাসহর ভগবাননগর এলাকা থেকে এক ব্যক্তির একটি স্কুটি চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
জানা যায় যে পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ এলাকার বাসিন্দা আমির আলী দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহর ভগবাননগর এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে আসছেন এবং তিনি কৈলাসহরে হরেক মালের ব্যবসা করে আসছেন।
অভিযোগ রবিবার সকাল বেলা ভগবাননগর এলাকায় তিনি উনার স্কুটিটি রেখে একটি দোকানের ভেতর প্রবেশ করেন। তখনই ওই কেবা কাহারা উনার স্কুটিটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তিনি উনার স্কুটিটি খুজে না পেয়ে একপ্রকার বাধ্য হয়ে সোমবার দুপুর বেলা কৈলাসহর থানায় এসে দ্বারস্থ হন। তিনিজানান সোমবার সকাল বেলা সেই স্কুটিটির মধ্যে হরেক মালের ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকার জিনিস রেখেছিলেন স্কুটি সহ উনার হরেক মালের জিনিস চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। এই স্কুটি তিনি এক মাস পূর্বে ক্রয় করেছিলাম ফাইন্যান্সের মাধ্যমে বর্তমানে তিনি একটিও কিস্তি দেয় নাই। সেই স্কুটিটির এর আগেই চুরি হয়ে যায় উনার স্কুটিটি। পাশাপাশি সোমবার দুপুর বেলা তিনি সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এখন দেখার বিষয় হল পুলিশ উনার চুরি হয়ে যাওয়া স্কুটিটি বের করতে পারে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

মালবাহী ট্রাক ও স্কুটির সংঘর্ষে ঘটে যাওয়া আহত হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ মার্চ ।। মালবাহী ট্রাক ও স্কুটির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে একজন ব্যক্তি। বাইখোড়া থানা সংলগ্ন এলাকার স্থানীয় মানুষ আহতকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্রকরে ক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজনেরা।
ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বাইখোড়া থানা সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০১ আর ১৫০৩ নাম্বারের মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে টি আর ০৮ এফ ৭৪৭১ নাম্বারের স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে করে স্কুটিচালক জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় দেখা যায় রাস্তায় পরে থাকা দুর্ঘটনাগ্রস্থ লোককে কেউ কোনোপ্রকার সহায়তা করছে না। দুর্ঘটনাস্থলে নাকা চেকিং পয়েন্টে কর্তব্যরত টি আর জোওয়ারাও কোনোপ্রকার সহায়তা করেন নি বলে অভিযোগ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পাশ্ববর্তী ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজি করুনেশ্বর মাধব দাস ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরন করতে গেলে সেখানে কর্তব্যরত অমল দত্ত নামে এক টি এস আর জোওয়ান প্রভুর উপর আক্রমন করে বলে অভিযোগ। প্রভুর উপর আক্রমন করার পরবর্তীসময় স্থানীয় লোকজনেরা একত্রিত হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে থানার ওসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেননা। তিনি সর্বদা নিজ দায়িত্ব এরিয়ে আগরতলা বাসভবনে ছুটে যান। আজকের দিনেও পথ অবরোধে ও দুর্ঘটনায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে ওসি কে দেখাযায়নি। তিনি আগরতলা চলে গেছেন বলে জানা গিয়েছে। অপরদিকে, লোকজনের অভিযোগ থানাও কোনোপ্রকার মামলা নিয়ে গেলে ওসি মামলা রাখেননা। তিনি প্রতিনিয়ত মামলা মিমাংসা করে ফেলার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বাইখোড়া থানার নাকের ডকায় ১৫ টি মদের দোকান, ১০ টি গরুর গাড়ী, ৭ টি বালুর গাড়ী, বাইখোড়া পুরাতন মদের কাউন্টারে বসা তিন তাসের আসরথেকে মাসিক অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। এছারা চিনির আরালে নেশাদ্রব্য বিক্রির জন্য নিবাস সাহা সহ অন্যান্য ড্রাগস মাফিয়াথেকে মাসে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে ওসির বিরুদ্ধে।
ওসির কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ বাইখোড়ার লোকজেনেরা। আজকের বিক্ষোভে ওসির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেয় এলাকাবাসী। বাইখোড়া বাসীর ক্ষোভের বহিরপ্রকাশদেখে প্রভু করুনেশ্বরমাধব দাস ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষুব্ধ লোকজনদের শান্তকরে পথ অবরোধ মুক্ত করেন। প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস পথ অবরোমুক্ত করে আহত ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতে ছুটে গিয়েছেন শান্তির বাজার জেলাহাসপাতালে। জানা যায় দুর্ঘটনাগ্রস্থ ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আহত ব্যক্তিকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আহত ব্যক্তি পূর্ব পিলাক এলাকার বাসিন্দা পূর্নচরন ত্রিপুরা।

উন্মত্ত সারমেয়-এর কামড়ে আহত চার বছরের শিশু, আতঙ্কআতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। উন্মত্ত সারমেয় কামড়ে আহত হয়েছে চার বছরের শিশু। আমতলী থানার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের শীতলতলী এলাকায় ওই ঘটনায় আতঙ্কে রাস্তায় নেমেছে গোটা এলাকাবাসী।
জনৈক মহিলা জানিয়েছেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ আমতলী থানার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের শীতলতলী এলাকায় একটি পাগল কুকুর ঘোরাফেরা করছে। ওই কুকুরটি চার বছরের শিশুকে আক্রমণ করে। কামড়ে শিশুটি গুরুতর আহত হয়েছিল। সাথে সাথে পরিবারের সদ্যসরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছাড়িয়ে পড়ে।

ট্রান্সফরমারে আগুন, অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৬ মার্চ।। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল মেলাঘর ৯ নং ওয়ার্ডের কলোনি। গতকাল আচমকাই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে গিয়েছিল। ওই ঘটনা গোটা এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।
জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে আচমকাই ট্রান্সফরমারে অগ্নিসংযোগ ঘটে।
☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রঙ্গ উৎসবে মাতল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক হোলি উৎসব আজ আগরতলা টাউনহলে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ রাজঅন্দর থেকে সারা রাজ্যে দোল উৎসব পালন ছড়িয়ে পড়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন।
আলোচনায় পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বলেন, দোল হলো আনন্দের উৎসব। গান, নাচ ও রঙের সংমিশ্রণে দোল উৎসব সকলের মনে আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য দোল উৎসব উদযাপনের পৌরাণিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের উৎসব মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করবে। পরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা দোল সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক হোলি উৎসব আজ আগরতলা টাউনহলে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ও যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঝর্ণা দেববর্মণ রাজঅন্দর থেকে সারা রাজ্যে দোল উৎসব পালন ছড়িয়ে পড়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বলেন, দোল হলো আনন্দের উৎসব। গান, নাচ ও রঙের সংমিশ্রণে দোল উৎসব সকলের মনে আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দেয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য দোল উৎসব উদযাপনের পৌরাণিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের উৎসব মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সৌভ্রাতত্ববোধকে জাগ্রত করবে। পরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা দোল সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।
সারা দেশ ও সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে আজ রাজভবনেও রঙের উৎসব হোলি উচ্ছাস ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বিশেষভাবে সক্ষম শিশু, ইসকনের সাধুগণ, সমাজসেবী, রাজভবনের আধিকারিক ও কর্মীগণের সঙ্গে হোলি উৎসবে সামিল হন। হোলি উৎসব উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রাজভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ দোল এবং হোলির গান পরিবেশন করেন। বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ রাজভবনে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে হোলির শুভেচ্ছা জানান এবং এই উৎসবে সামিল হন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, উপসচিব রতন ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠন, আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় রাজ্যপাল তাদের হোলির শুভেচ্ছা জানান। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজ্যবাসীকে হোলি উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
ধর্মনগর মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব গতকাল ধর্মনগর কালি মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসব উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ধর্মনগরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে দিঘীর পাড়ে সমবেত হয়। এখানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।
বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক দোল উৎসব গতকাল অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া শিশু উদ্যানে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে, সৃজন ডান্স একাডেমি, কলাবিতান মিউজিক☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুক মহকুমায় ভোট কর্মীদের নিয়ে প্রথম দফার মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬মার্চ ।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কর্মক মহকুমার ৪৩ করবুক(এসটি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রে নির্বাচনের কাজে তৃতীয় পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ভোট কর্মীদের নিয়ে মঙ্গলবার প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। করবুক মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত নির্বাচনী মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন সরকারি রিটার্নিং অফিসার তথা করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক পার্থ দাস, ডিসিএম ভিক্টর দেববর্মা। আজকের এই নির্বাচনী মহড়ায় ৭৩ জন ভোটকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। মহড়ায় প্রশিক্ষণ দেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাস্টার ট্রেনার দুঅং মগ, অজয় সাহা, পার্থ দেববর্মা এবং সুমন কল্যাণ ভৌমিক।

উপনির্বাচনের প্রচারে ৭ রামনগরের বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন কে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রামনগর বিধানসভার অন্তর্গত জয়পুর জেবি স্কুল মাঠে সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রামনগর কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের প্রার্থী তথা মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন সংখ্যালঘু কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে এ নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন প্রয়াত সুরজিৎ দত্ত রামনগর এলাকা নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি অসুস্থ থাকায় তা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পন্ন করার জন্য রামনগরবাসি যেন তাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেন। সুরজিৎ দত্তের চিন্তা ধারাকে সঙ্গে নিয়েই এলাকার উন্নয়নে তিনি কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন।

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ মার্চ।। হোলির দিন ধর্মনগরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকলেও তারই মধ্যে ঘটে গেল দুর্ঘটনা। দ্রুতগতিতে বাইক চালাতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ২৯ বছরের যুবক রিপন দেবনাথ। তার বাড়ি চারুবাসাতে। রিপন দেবনাথ পালসার টিআর০৫ই ৪৭৮২ নম্বরের বাইক নিয়ে রাধাপুরে দ্রুতগতিতে চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এবিষয়ে ধর্মনগর থানার ওসি জানান হোলি থাকায় ধর্মনগরের সর্বত্র প্রচন্ড নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হলেও এরই মাঝে দ্রুত গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ২৯ বর্ষীয় রিপন দেবনাথ। উত্তর জেলা হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ রাখা হয়েছে ময়নাতদন্তের পর আত্মীয় পরিজনদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানায়।

গাড়ি উল্টে আহত ৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ মার্চ।। গাড়ি উল্টে গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচজন শ্রমিক। সিপাহীজলা নৌকা ঘাট এলাকার স্থানীয় মানুষ সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।
জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, সিপাহীজলা নৌকা ঘাট এলাকায় আজ টিআর০৭সি ১৯২৮ নম্বরের একটি গাড়ি উল্টে গিয়েছে। তাতে ৫ জন শ্রমিক রাস্তায় ছিটকে পড়ে। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে সানীয় মানুষ। দমকলকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চতর মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস)-এর আজ সোসিওলজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মোট ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিক এর সোসিওলজি পরীক্ষায় ১৪৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ৮৬ জন ও ছাত্রী ৬০ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ১৪৬ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।